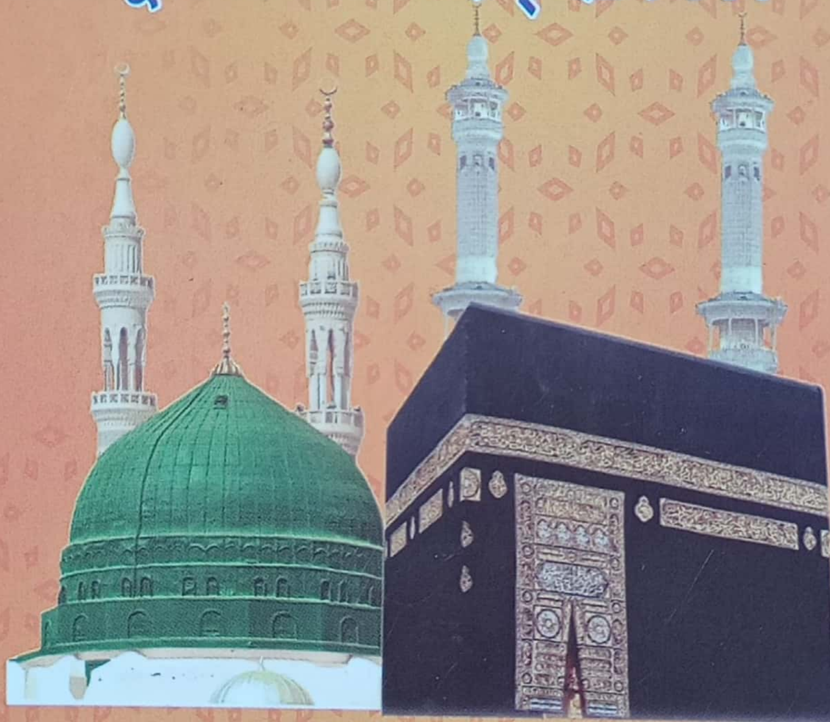
“তাফসিরে মুহাম্মদ আশরাফ সিদ্দিকী” ও “ফতওয়ায়ে মুহাম্মদ আশরাফ সিদ্দিকী” নামক হাজার হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত ভলিয়ম কিতাব হতে ধারাবাহিক সিরিজ নং-০১

ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে কিনা? পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদিস কি বলে?



লেখক :

অলিয়ে কামিল-মুকাম্মিল

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাচ্ছির- সন্ত্রাস ও জঙ্গীপনা বিরোধী পীর সাহেব

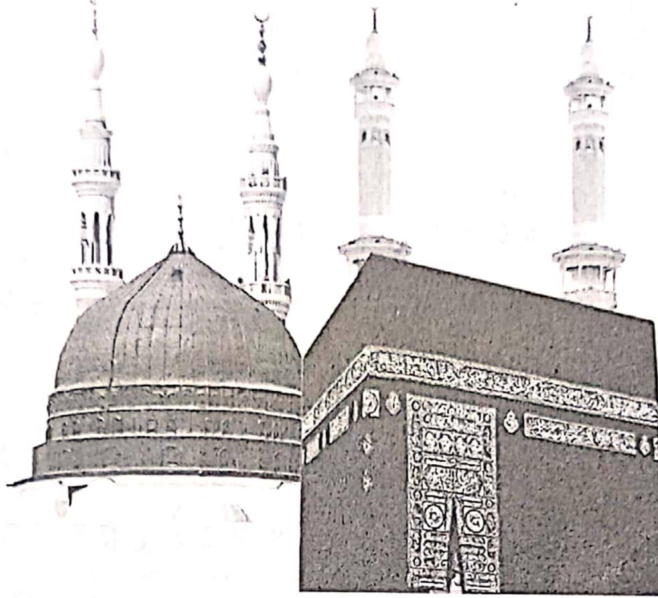
মুহাম্মদ আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকি

মুফ্‌তীয়ে আযম-আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াত

হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার, মস্‌জিদে কু'বা- কলেজ রোড, বগুড়া শহর, বগুড়া

"তাফসিরে মুহাম্মদ আশরাফ সিদ্দিকী" ও "ফতওয়ায়ে মুহাম্মদ আশরাফ সিদ্দিকী" নামক হাজার হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত ভলিয়ম কিতাব হতে ধারাবাহিক সিরিজ নং-০১

ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে কিনা? পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদিস কি বলে?



সংকলনে

সাংবাদিক স্টাফ রিপোর্টার ইন্টারনেটসহ সকল গণমাধ্যম, ইন্টারনেটে সমগ্র বিশ্বে তাফসীরকারক, ক্বেরাত ও বক্তৃতায় জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত, ইসলামী কিতাব লেখক ও গবেষক- অলিয়ে কামিল- মুকাম্মিল আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাচ্ছির- সন্ত্রাস ও জঙ্গীপনা বিরোধী পীর সাহেব

মুহাম্মদ আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকি, মুফতীয়ে আযম-আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াত

ট্রিপল টাইটেল, বিএ অনার্স (ফোর্থ স্ট্যান্ড) এম এ (ফোর্থ স্ট্যান্ড), পেশ ইমাম ও খতীব, মস্জিদে কু'বা, কলেজ রোড, বগুড়া, কেন্দ্রীয় সভাপতি, মুফতী বোর্ড- জঙ্গীপনা বিরোধী সুন্নী খেলাফত কায়েম গবেষণা কেন্দ্র, সুন্নত ওয়াল জামায়াত, বাংলাদেশ। নবী সাহাবী ও অলীদের মত পথ প্রচার প্রসার কমিটি, ফিৎনা প্রতিরোধ কমিটি, ইসলামের ছদ্মবেশ হুজুরপাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লাম উনার প্রতি দুশমনি আক্বিদা পোষণ ও প্রচারকারী মুরতাদদের প্রতিরোধ কমিটি- বাংলাদেশ এবং সকল হক্কানী অলীদের দরবার তথা ফুরফুরা, মেদিনিপুর, বশিরহাট, শর্ষিণা, ঠনঠনিয়া, করটিয়া, সোনাকান্দা, সালামাবাদ, গারোয়া, চড়াডঙ্গা, ফুলতলী ও আওলাদে রসূল উনাদের দরবারসহ হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীকিয়া দরবার শরীফ, মস্জিদে কু'বার এবং মুহম্মদীয়া সিদ্দীকিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা ও এতীমখানা এবং সুন্নতি জামে মস্জিদ, তারাকুল আদর্শপাড়া, সকল মুসল্লিগণ ও সকল হক্ব অলী আওলীয়া এবং দেশ বিদেশের লক্ষ লক্ষ ভক্তদের পক্ষে- লেখক।

(ফুরফুরা সিলসিলাভূক্ত সিদ্দীকিয়া দরবার ও টাঙ্গাইল আহমাদাবাদ সুন্নতি দরবার শরীফ হতে সকল তরিক্বায় খেলাফত প্রাপ্ত)

মোবা : ০১৭১৫ ৩৬৭৪৭৪, ০১৭১২ ৫৬৭১৭৯, ০১৭২৮ ৯৭৫৫০৫, ০১৯৭৮ ২৮৪৪১১

www.daalis.com & d.asrafsiddiquesunniwazbogra

or, d.asrafsiddique online radio.com

প্রথম প্রকাশ	:	১৫ ই শাবান ১৪৪২ হিজরী (পবিত্র শব-ই-বরাত)
সার্বিক সহযোগিতায়	:	এ. কে. এম মিজানুর ইসলাম ও মোঃ আলমগীর হোসেন
কম্পোজ	:	মুহাম্মদ আবু হোরায়রা হাসান সিদ্দিকী
প্রুফ রিডার	:	মোঃ নজরুল ইসলাম
প্রকাশানায়	:	ডি. এ. পি. (ড. আশরাফ প্রকাশনী)
হাদিয়া	:	৫০/- (পঞ্চাশ টাকা)
প্রচারে	:	ইসলামের ছদ্মবেশে হুজুরপাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার প্রতি দুশমনি আক্বিদা পোষণ ও প্রচারকারী মুরতাদদের প্রতিরোধ কমিটি, বাংলাদেশ।

প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা বা শায়খের নিকট বাইয়াত হওয়ার পরও নিম্নে বর্ণিত বিশেষ কতক কারণে মুর্শিদ পরিবর্তন করা ফরজ-ওয়াজিবের অন্তর্ভূক্ত।

(এক) মুরীদ তাকমীলে অর্থাৎ পূর্ণতায় পৌঁছার পূর্বে যদি মুর্শিদ ইন্তিকাল করেন, তখন পূর্ণতায় পৌঁছার জন্য আরেকজন মুর্শিদের নিকট বাইয়াত হওয়া ফরজ।

(দুই) মুর্শিদ যদি এমন দূরে অবস্থান করেন যাঁর সাথে সাক্ষাৎ ও সোহবত এবং যোগাযোগ করা কঠিন হয়। তাহলে আরেকজন হক্কানী মুর্শিদের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করতে হবে। যত নিকটে পাওয়া যায় ততই সোহবত বেশী পাওয়া যাবে। আর সোহবতই ফয়েজ, তাওয়াজ্জুহ্, বরকত, রহমত ও তরীক্বতের মূল।

(তিন) আল্লাহ পাক না করুন, কোন মুর্শিদকে হক্ব জেনেই তার কাছে বাইয়াত হয়েছিল কিন্তু পরে তিনি বিদ্য়াত-বেশরা', বেদ্বীনী ও বদ্ দ্বীনী হারাম-নাজায়িয, কুফরী-শিরকী কাজ তথা ছবি, ভিডিও, প্রজেক্টর, টিভি, বেগানা মহিলাদের সাথে বেপর্দা হওয়া খেলাফত ভুলে গিয়ে ইসলামের নামে রাজনীতি করা, হরতাল, লংমার্চ ইত্যাদি জুলুম ও অন্যায় আমল করা, রসূল পাক ﷺ উনাকে আমাদের মত, বড় ভাইয়ের মত অথবা মাটির মানুষ বলা এবং ঈদে মিলাদুন্নবী ﷺ ও মিলাদ-কিয়ামের দুশমনী কাজে মশগুল হয়েছেন এবং বিভিন্ন ভাবে জুলুম করছেন ও অর্থের লোভ, হিংসা ও অহংকার করছেন। তখন মুরীদের জন্য ফরজ-ওয়াজিব হলো উক্ত মুর্শিদ বা শায়খকে ছেড়ে দিয়ে অপর কোন হক্কানী ওলী বা মুর্শিদের নিকট বাইয়াত হওয়া। কারণ মহান আল্লাহ পাক ২য় নং পবিত্র সূরা সুরাতুল বাক্বারার ২৫৮নং আয়াত শরীফে বলেন-

وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ .

মহান আল্লাহ্ পাক জালেমদেরকে হেদায়েত দান করেন না।

(চার) কোন মুর্শিদের নিকট বাইয়াত হওয়ার পর যথাযথ সবক্ব আদায় করার পরও তাঁর দ্বারা যদি মুরীদের কোন প্রকার রুহানী তরক্বী না হয় এবং আমলেরও কোন প্রকার পরিবর্তন না হয়, তাহলে তাঁকে ছেড়ে দিয়ে অন্য আরেকজন হক্কানী ওলী বা মুর্শিদের নিকট বাইয়াত হতে হবে। কারণ হক্কানী অলী তাঁরাই-যারা সবচেয়ে বেশী আল্লাহ্‌কে ভয় করেন (সূরা ফাতির-২৮) এবং যাদের চেহারার দিকে তাঁকালে এবং আমল দেখলে আল্লাহর কথা মনে পড়ে যায় এবং ইসলাম মানতে ইচ্ছা করে। (দায়লামী শরীফ সহ অসংখ্য ছহীহ্ হাদীছ শরীফের কিতাব)

(আল ক্বওলুল জামীল, শিফাউল আলীল, তাছাউফ তত্ত্ব, আলবাইয়্যিনাত শরীফ এবং আল ইহ্সান শরীফ সহ অসংখ্য প্রসিদ্ধ কিতাব)

(এই পৃষ্ঠা থেকে ৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ফটোকপি করে লিফলেট আকারে প্রচার করার জন্য)

"শর্ত সাপেক্ষে প্রকাশ্য বাহাসের চ্যালেঞ্জ"

আল্লাহ্পাক বলেন, "ইসলামের ভিতরে কোন বাড়াবাড়ি নেই" (বাকারা ২৫৬) "সত্যের ওপরে এক হয়ে যাও, পৃথক হয়োনা" (ইমরান ১০৩) "ফিৎনা সৃষ্টি করা হত্যাকান্ডের চেয়েও জঘন্য অপরাধ" (বাকারা ১৯১ এবং ২১৭) আল্লাহ্পাকের এমন হুঁশিয়ারির পরেও আওলাদে রসূল ও সমস্ত নবী রসূল ﷷ গণ, এবং সাহাবায়েকেরাম ﷺ গণ ও হক্কানী অলী আওলিয়াদের আমল আক্বিদার প্রতি বিশোদগার করে ছলচাতুরিতে ভরা হিংসাত্মক ও ধর্ম ব্যবসায়ীক হীন স্বার্থ হাছিলের উদ্দেশ্যে মিথ্যা বক্তব্য ও মিথ্যা লিফলেট ও বই প্রতি দোকানে-দোকানে, জনে জনে প্রচার করে শান্ত মুসলিম সমাজে অশান্তি, ভাগাভাগি ও ফেৎনা সৃষ্টিকারী বগুড়া জামিল, হাটহাজারী ও কারবালা মাদ্রাসার চর্মনাই, তাবলিগী, হেফাজতী ও মুফতি শফী পন্থি কওমি এবং ওহাবী মৌলভীদের দ্বারা প্রচারিত মিথ্যা বই, লিফলেট ও ভুয়া লোক দেখানো মিছিল মিটিং ও বক্তব্যের জাওয়াব দেওয়ার অধিকারে প্রথমে তাদের দ্বারা সম্পাদিত অমুসলিমদের তৈরী করা যাবতীয়, হারাম ও কুফরী আমল-আক্বিদা যেমন : ইসলামের দোহাই দিয়ে খেলাফত ভুলে গিয়ে রাজনীতি করা, তাদেরকে ভোট দিলে নবী ভোট পাবে বলা, ভাস্কর্য হারাম আর ছবি ভিডিও কে হালাল বলা, পবিত্র কুরআন হাতে হরতাল করে হরতাল ও লংমার্চ কে ঈমানী দায়িত্ব বলে কুফুরী করা ও জালাও-পোড়াও কে হেফাজতে ইসলাম নামে প্রচার করা এবং জুতা ফেলে পালিয়ে আসা, অসংখ্য কুরআন পুড়িয়ে ফেলা, কুশপুত্তলিকা তৈরী ও দাহ করা, অহরহ হারাম ছবি তোলা, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কওমি মৌলভীদের টিভিতে হারাম ছবি ও খেলা দেখা, ইন্টারনেটে কওমী টিভি চালু করা, জামিল মাদ্রাসা হতে টিভিতে প্রোগ্রাম পাঠানো, পবিত্র কুরআন হাতে নিয়ে পুলিশকে লাথি মারা, ঘেরাও, ভাংচুর, জনসাধারণের ইজ্জত নষ্ট করা, আমিনী ও শফী কৃর্তক সারা দেশ অচল করে দেবে বলে কুফরী করা, নারী নেতৃত্ব ও মহিলা জামাত করা, বেপর্দা মেয়েদের সাথে প্রোগ্রাম করা, ফকির-মিছকিন, এতিম-অনাথের হক নষ্ট করে ছদকা, যাকাত, চামড়ার পয়সা আদায় করে তা দিয়ে বিল্ডিং, বাড়ি-গাড়ি তৈরী করে বিলাসিতার জীবন যাপন করা, নবীগণ ভুল করেছেন বলা, ছাহাবীগণ মুর্খ ছিলেন বলা, ১৯৪০ সালে কওমি-ওহাবী মৌলভী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ছয় উছুলি ইলিয়াসী তাবলিগ তথা তিন চিল্লা না দিলে ঈমান পাকা হবেনা বলা, তা ফরজ বলা এবং উহাকে "নবীয়ানা কাম" বলে নবীজি পাক ﷺ উনার ওপরে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে নিজেদের এবং সাধারণ মানুষের ঈমান নষ্ট করা, মিলাদ-ক্বিয়ামকে শিরক্-কুফরী বলা, নবীজিকে মাটির মানুষ বলা, পাঁচ তালি চোক্কা বেদয়াতি টুপি, লাল রুমাল ও কোনা ফাঁড়া পাঞ্জাবীকে সুন্নত নামে চালিয়ে দিয়ে সুন্নতের সাথে তামাশা করা, কুরআনের মাহফিলে বাধা দেয়া, মসজিদে একাধারে চার মাস ঘুমিয়ে রাত্রি যাপন করাসহ হুজুরপাক ﷺ ও হক্কানী অলীদের প্রতি দুশমনি আক্বিদাগুলো ও তাদের প্রচারিত মিথ্যা লিফলেটের কথাগুলো তারা কুরআন শরীফ ও সুন্নাহ শরীফের আলোকে সঠিক বলে প্রমাণ করা এবং ডক্টর আশরাফ সিদ্দীকির কোন আমল আক্বিদাকে শরীয়ত বিরোধী প্রমাণ করার হিম্মত ও বুকের সাহস যদি তাদের থাকে তাহলে মিথ্যা ছলচাতুরিতে ভরা লিফলেট ও বই প্রচার না করে তারা যেন বাহাছে বসে। তাদের প্রতি, দুই মাসব্যাপী দৈনিক পত্রিকা ও মাইকিং এর মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার প্রসার করে ড. আশরাফ সিদ্দীকির পক্ষ থেকে "শর্ত সাপেক্ষে প্রকাশ্য বাহাসের চ্যালেঞ্জ" ঘোষণা করা হচ্ছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য উনার লিখিত অকাট্য দলীল সাপেক্ষে- "সাহাবায়েকেরাম ﷺ গণের যুগে মিলাদ" নামক বইটি এবং অত্র লিফলেটটি নিজে পাঠ করুন

অন্য দশজনকে পড়তে সাহায্য করুন। কমের পক্ষে অত্র লিফলেটটি ফটোকপি করে হাজার হাজার লিফলেট আকারে হক্কের দাওয়াত প্রচার করুন।" "হক্ব কথা প্রচার করা উত্তম জিহাদ (গীবতও না অহংকারও নয়)"- "হক্বকে গোপনকারী বোবা শয়তান" (ছহীহ্ হাদীস শরীফ)

লেখক ঃ আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুফাচ্ছির, মুহাম্মদ ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দিকী-মুফ্তীয়ে আজম, আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াত, ট্রিপল টাইটেল, বিএ অনার্স (ফোর্থ ষ্ট্যান্ড), এম এ (ফোর্থ ষ্ট্যান্ড), খতিব-মস্জিদে কু'বা- বগুড়া, ভাইস প্রিন্সিপ্যাল-শেখ পাড়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা,সাবগ্রাম, বগুড়া (এক্স), (১) কেন্দ্রীয় সভাপতি মুফতী বোর্ড সুন্নী খেলাফত কায়েম গবেষণা কেন্দ্র ঢাকা- মহানগরী, (২) নবী, সাহাবী ও আলীদের মত-পথ প্রচার প্রসার কমিটি, (৩) ফিৎনা প্রতিরোধ কমিটি (৪) কুরআন-সুন্নাহ সংস্থা (৫) ইসলামের ছদ্দবেশে হুজুর পাক ﷺ উনার প্রতি দুশমনি আক্বিদা পোষণ ও প্রচারকারী মুরতাদদের প্রতিরোধ কমিটি (৬) মহান আল্লাহ্ পাক উনার হক্ব অলীদের আদর্শ প্রকাশ ও উজ্জীবন কমিটি, বাংলাদেশ এবং সকল হক্কানী ওলীদের দরবার তথা ফুরফুরা, মেদিনিপুর, বশিরহাট, শর্ষিণা, চড়াডাঙ্গা, ঠনঠনিয়া এবং আওলাদে রসূল উনার, করটিয়া আহমাদাবাদ সুন্নতি হক্ব দরবার শরীফ সহ মসজিদে কু'বার সকল মুসল্লিগণ ও দেশ-বিদেশের লক্ষ লক্ষ ভক্তদের পক্ষে মুহাম্মদ আশরাফ সিদ্দিকী।

প্রাপ্তিস্থান : মসজিদে কু'বা ছয়তলা সরকারী বীমা ভবনের দক্ষিণ পার্শ্বে, ২২ তলা ডেল্টা টাওয়ারের উত্তর পার্শ্বে গোরস্তান, কলেজ রোড, বগুড়া। সহ সকল অভিজাত লাইব্রেরী ও সকল হক্ব অলী আওলীয়ার দরবার) তাদের লিফলেটে তারা আরেকটি মিথ্যার প্রমাণ দেখিয়েছে যে, ড. মুহাম্মদ আশরাফ সিদ্দিকী বাহাছ করার জন্য বসে না। উপরোক্ত প্রতিটি বিষয়ের ব্যাপারে আমরা শর্ত সাপেক্ষে প্রকাশ্য বাহাসে বসতে সদা প্রস্তুত যা আমাদের লিখনী ও বক্তব্যের মাধ্যমে অর্ধ কোটি টাকা চ্যালেঞ্জ ঘোষণা দিয়ে বারবারই পেশ করা হয়। অথচ বছরের পর বছর ধরে তারা এখানে সেখানে শুধু মিথ্যাই বলে থাকে কিন্তু আমাদের সাথে যোগাযোগ করা তো দূরের কথা একটিবারও তাদের কেউই বাহাসে বসার প্রস্তাবটুকুও দিতে সাহস পায় নাই। শুধু মিথ্যা প্রচার ও ছলচাতুরীই তাদের টিকে থাকার একমাত্র মূলধন।

বাহাছের প্রাথমিক শর্তসমূহ ঃ ১। বাহাসের বিষয় ও শর্তগুলো আইনগত মূল্যমানের সরকারি স্ট্যাম্পের ওপরে লিখিত হবে এবং উভয় পক্ষের আলেমগণ তাদের পেশার নাম, ঠিকানাসহ নিজ হাতে স্বাক্ষর করবে। বাহাছের প্রচার প্রসার ও কিতাব পত্র বহনের জন্য উভয় পক্ষ বাহাসের পনেরো দিন পূর্বে আয়োজনকারী প্রশাসনের নিকট দুই লক্ষ টাকা করে জমা দিতে বাধ্য থাকবে। বিজয়ী পক্ষের খরচগুলো বহনের জন্য পরাজিত পক্ষের সকল টাকা বিজয়ী পক্ষ প্রাপ্ত হবে।

২। চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী ২য় পক্ষকে জেলা প্রশাসকের অনুমতিনামার কপি আমাদের নিকটে অবশ্যই পেশ করতে হবে। কারণ দুর্বল দল তাদের নিকটে গিয়ে মিথ্যা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ভীতি দেখিয়ে ১৪৪ ধারা জারী করে যেন বাহাছ বন্ধ করে দিয়ে মিথ্যা প্রচারের সুযোগ না পায়, তবেই সমাজের সন্দেহ নিরসন হয়ে মুসলিম সমাজ ফিৎনাহ মুক্ত হবে। একমাত্র প্রশাসনের মাধ্যম ছাড়া আমাদেরকে কেউ অযথা বিরক্ত বা হয়রানির চেষ্টা করলে তারা জঙ্গি এবং সন্ত্রাসী হিসেবে প্রমাণিত হবে এবং তৎক্ষনাৎ তাদেরকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে সোর্পদ করা হবে।

৩। ঢাকা শহরের প্রাণ কেন্দ্রে অথবা প্রতি জিলা শহরের প্রাণ কেন্দ্রে, বগুড়াতে হলে আলতাফুন্নেছা মাঠে ২ মাসব্যাপী প্রচার প্রসারের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে বাহাছ হতে হবে। গ্রামে গ্রামে হবে না। (কেননা মাননীয় জেলা প্রশাসক সাহেবের রুমে, থানা রূমে অথবা অন্য কোন সংকুচিত পরিসরে বাহাছে বসলে পরাজিত হওয়ার পরেও বেহায়াপনা করে তারা বিজয়ী হয়েছে বলে হাজার হাজার মুখে মিথ্যা প্রচারনা চালাতে অভ্যস্থ। ইতিপূর্বে আমাদের নিকটে তার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে)

৪। পরাজিত দল অবশ্যই নিজের দল ত্যাগ করে তওবা করত ঃ বিজয়ীদের কাছে মুরিদ হয়ে সারা জীবন তাদের সত্য মত পথ মেনে নিতে বাধ্য থাকবে।

৫। বাহাছ কেবল মাত্র নিরপেক্ষ প্রশাসনিক কর্মকর্তা, কর্মচারী ও জনসাধারনের উপস্থিতিতে প্রকাশ্য ময়দানে অনুষ্ঠিত হতে হবে। বাহাছের প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষ ব্যতিত কোন তৃতীয় পক্ষ বিচারক হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারবেনা। কারণ উক্ত বিষয়গুলোর ব্যাপারে কেউই নিরপেক্ষ নয়। কাজেই কুরআন-সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে সঠিক বলে যেই পক্ষ অধিক দলিলের ভিত্তিতে উপরোক্ত বিষয়গুলোর অধিকাংশ বিষয়ে উপরোক্ত ব্যক্তিদের নিকটে প্রমাণিত হবে সেই পক্ষই বিজয়ী দল হিসেবে সাব্যস্ত হবে। বাহাছ অডিও হবে ও ইন্টারনেটে সাড়া পৃথিবীময় রেডিওতে লাইভ হবে। ছবি ভিডিও করা যাবে না। কারণ শরীয়তে উহা হারাম। (বুখারী ২/৮৮০ পৃঃ)

৬। এতদিন পর্যন্ত হুজুর পাক ﷺ উনার সম্পর্কে মিথ্যা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত ও কুফরীতে নিমজ্জিত করার অপরাধে পরাজিত দলের সকল সদস্য জুতার মালা পরে গোটা শহর ঘুরতে বাধ্য থাকবে। বাহাছের পরবর্তী শর্তগুলো বাহাছের দিনের ২ মাস পূর্বে ডিড সম্পাদনের সময় জানানো হবে। ডিড হওয়ার পরে যে দল বাহাছে আসবে না বা কোনো ছল চাতুরী করে পালিয়ে যাবে বা হট্টগোল তথা জঙ্গিপোনা করলে তারা আইনে জঙ্গি/সন্ত্রাসী এবং পরাজিত দল হিসেবে প্রমাণিত হবে।

৭। বিরোধী পক্ষের আমল আক্বিদাগুলোরও দলীল পেশ করতে হবে। দলীল হিসাবে আমাদের পক্ষ থেকে পেশ করা পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদীস শরীফ গুলো খন্ডন করার জন্য নাছেখ আয়াত ও হাদীস শরীফ দিয়েই খন্ডন করতে হবে। যুক্তি দেয়া যাবে না।

চ্যালেঞ্জ দেয়ার কারণ : চ্যালেঞ্জ এর কিতাব পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ২, ২৩ ও ১১১নং আয়াতে আল্লাহপাক কাফিরদের সন্দেহ নিরসনের জন্য চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। কাজেই তাদের মত ধর্ম ব্যবসায়ীদের মিথ্যা বই, বক্তব্য ও লিফলেটের মাধ্যমে সৃষ্ট সন্দেহ এবং ফিৎনা নিরসনের জন্য চ্যালেঞ্জ দেয়া কুরআন ও সুন্নাহ্ শরীফেরই হুকুম। আমরা নিশ্চিত যে, একমাত্র আল্লাহ্পাকের কুদরত ব্যতিত হাতের তালুর ওপরে পশম গজানো যেমন অসম্ভব- তার চাইতেও বেশি অসম্ভব ব্যাপার তাদের উপরোক্ত আমল-আক্বিদাগুলো কুরআন- সুন্নাহ সম্মত প্রমাণ করা। কারণ তাদেরই লিখিত অসংখ্য কিতাবে ঐগুলোকে কুফরী এবং ফাসেকী আমল-আক্বিদা বলে অভিহিত করা হয়েছে যা আমাদের নিকটে মওজুদ আছে। বাহাছের শুরুতেই নিজেদের আমলগুলোর দলীল দিয়ে নিজেদেরকে মুসলিম প্রমাণ করতে হবে। কারণ মুসলিম হওয়া ব্যতীত বাহাছ করার যোগ্যতা সম্পন্ন হবে না ।

ধর্ম ব্যবসায়ী মৌলভীদের মিথ্যা অভিযোগের প্রেক্ষিতে সরেজমিনে তদন্ত ও জরিপ শেষে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় ও সচিবালয়ের প্রতিবেদন : ইসলামের দোহাই দিয়ে ফেৎনাবাজ জঙ্গিপনা সন্ত্রাসী ও ধর্মব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার পক্ষে সোচ্চার কণ্ঠ ও প্রশংসার দাবিদার মুহাম্মদ আশরাফ সিদ্দিকী এবং তাঁর অনুসারিরা কোনক্রমেই সন্ত্রাসী, জঙ্গি ও ফেৎনাবাজ নয় ও কালো তালিকাভূক্ত নয়। উনাদের পরিচালনাধীন সুন্নতী মসজিদগুলো অথবা তাঁর অনুসারিদের বিরুদ্ধে কেউ নাশকতা চালালে বা হুমকি দিলে তাদের বিরুদ্ধে শক্ত ও দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া হবে", স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সচিবালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। (দৈনিক আল ইহসান সহ সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পত্রিকার দ্রঃ)

মসজিদে কু'বার রেজুলেশন ও উহার খতীব ও মুসুল্লীদের জান-মালের হুমকি দাতাদের লিষ্ট প্রেরণ : মসজিদে কু'বাসহ অসংখ্য মসজিদে এই মর্মে রেজুলেশন করা হয়েছে যে, একমাত্র নামাজ আদায় ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক/ অরাজনৈতিক দলের দলীয় কাজ অথবা ফাসাদ সৃষ্টির জন্য কেউ অত্র মসজিদে আসলে তারা জঙ্গী ও সন্ত্রাসী হিসেবে প্রমাণিত হবে এবং অত্র মসজিদ কমিটির সম্মানিত সভাপতি ও ইমাম মুহাম্মদ আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দিকী তাদেরকে আইন শৃংখলা বাহিনীর হাতে সোপর্দ করে তৎক্ষনাৎ আইনের আশ্রয় নিতে পারবেন। আর কওমী ওহাবী, তাবলিগী জামাতি, ও চর্মনাই তথা হেফাজতী সমর্থক কোন্ কোন্ মৌলভী দ্বারা মুহাম্মদ আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দিকী অথবা মসজিদে কু'বার মুছল্লী তথা উনার অনুসারীদের জান-মাল ও ইজ্জতের ক্ষতি সাধিত হতে পারে এবং পরবর্তীতে আমাদের কোন মাহফিলে তাদের মধ্যে কারা ফাসাদ সৃষ্টি করার অপচেষ্টা করতে পারে তাদের নামের লিষ্ট এবং মসজিদ কমিটির রেজুলেশন কপি মন্ত্রনালয়, সচিবালয় সহ সকল প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিকটে জমা দেয়া হয়েছে।

আমরা কোন রাজনৈতিক দলের অথবা মতের নই। আল্লাহপাকের সন্তুষ্টির জন্য কুরআন-সুন্নাহর সত্য কথাগুলো মানুষকে সঠিক আল্লাহওয়ালা তৈরীর লক্ষ্যে নির্ভিক চিত্তে প্রকাশ করে থাকি। যাকে আল্লাহপাক কবুল করবেন সেই বুঝতে পারবে। আল্লাহপাক বলেন "সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রন ঘটাইওনা, সত্যকে জানার পরেও গোপন করোনা" (সুরা বাক্বারা ৪২) "আজ হতে তোমাদের জন্য দ্বীন পূর্ন করে দিলাম" (সুরা মায়িদা ৩) "অমুসলিমের নিয়মনীতি অনুসরণ করলে উহা কবুল হবে না। তারা দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্থ হবে" (সুরা ইমরান ৮৫) "যে ব্যক্তি যে জাতির অনুসরণ করবে সে সেই জাতির অন্তর্ভূক্ত হবে" (আবু দাউদ, মিশকাত ইত্যাদি সহ অসংখ্য কিতাব) "মুমিনগণ জানমালের বিনিময়ে নেক কাজ করলে অবশ্যই তাদেরকে আল্লাহপাক গোটা দুনিয়ার খিলাফত দান করবেন" (সূরা নূর ৫৫) অতএব খিলাফত কায়েমের জন্য কোন অমুসলিমের নিয়ম নীতি ও তন্ত্রমন্ত্র মুসলিমের জন্য গ্রহণ করা কোন ক্রমেই জায়েয নেই। "ইসলামী শরীয়তের কোন হালালকে হারাম অথবা হারামকে হালাল বললে সঙ্গে সঙ্গে তার ঈমান নষ্ট হয়ে সে মুরতাদ তথা কাফির হয়ে যায়"। (সূরা আহযাব-৩৬, সূরা নিসা-৬৫ সহ আকাইদে নছফী, আকাইদে দেওবন্দ, ও আকাইদে আকবরসহ অসংখ্য কিতাব) আসুন- সত্যের ওপরে এক হয়ে সকলে মিলে হক্কানী অলী আওলীয়া ও আওলাদে রসূল উনাদের নেক ছোহবতে এসে **সারা জগতে ছহীহ্ ভাবে খিলাফত কায়েমের আপ্রাণ চেষ্টা করি। আল্লাহপাক হক্বের ওপর সবাইকে কবুল করুন- আমিন।**

(আলহামদু লিল্লাহ্-আমাদের মুফতী বোর্ড সুন্নতী গবেষণা কেন্দ্রে সকল বিষয়ে অকাট্য দলীল দেওয়ার জন্য প্রায় বিশ কোটি টাকার কিতাব মওজুদ রয়েছে।

"তাফসিরে মুহাম্মদ আশরাফ সিদ্দিকী" ও "ফতওয়ায়ে মুহাম্মদ আশরাফ সিদ্দিকী" নামক হাজার হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত ভলিয়ম কিতাব হতে ধারাবাহিক সিরিজ নং -০১ (স্বল্প খরচে সংগ্রহের সুবিধার্থে)

আহলে হাদিস ভাইদের প্রতি আকুল আবেদন পবিত্র কুরআনের সূরা বাক্বারা ১৯১ ও ২১৭ নং আয়াতের ভিত্তিতে "ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা মানুষ খুন করার চাইতেও বড় অপরাধ" যার দলের আমল সে করুন কোন আপত্তি নাই। শুধু জেনে রাখার জন্য লিখতে বাধ্য হলাম। হানাফীদের আমল ছহীহ্ হাদিস সম্মত কিনা? অর্থাৎ আহলে হাদিস বনাম হানাফী- কাদের দলীল বেশী সঠিক? বিবেক সাড়া দিলে গ্রহণ করুন। কারণ কোন দল নিয়ে কেউ জন্ম গ্রহণ করে নাই। আল্লাহ পাক বিচার করবেন কারা সঠিক দল।

ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে কিনা? পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদিস কি বলে?

পবিত্র কুরআন শরীফের আলোকে নামাজে ইমামের পিছনে ক্বিরাত পড়ার বিধান ঃ

নামাজ তথা সলাতে ক্বিরাত পাঠ :

'ক্বিরাত' শব্দের অর্থ পাঠ করা। সলাতের মধ্যে বিশেষ স্থানে পবিত্র কুরআন শরীফ হইতে কিছু অংশ পাঠ করাকে শরীয়তের পরিভাষায় 'কিরাত' বলা হয়। ক্বিরাত পাঠ নামাযের একটি ফরয। বিত্‌র, তারাবিহ্, নফল ও সুন্নত নামাযের প্রতি রাকাতে এবং ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকাতে সুরা ফাতেহার পর পবিত্র কুরআন শরীফ হইতে বড় এক আয়াত অথবা ছোট তিন আয়াত পরিমাণ ক্বিরাত পাঠ করা ফরয। ইহার অতিরিক্ত কিরাত পাঠ করা সুন্নত অথবা মুস্তাহাব। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক নির্দেশ দান করিয়াছেন:

فَاقْرَؤُا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ–(مُزَّمِّلْ:٢٠)

অর্থ : কুরআন হইতে যাহা তোমাদের জন্য সহজ পাঠ কর (পবিত্র সূরা মুয্‌যাম্মিল আয়াত শরীফ-২০)। পবিত্র কুরআন শরীফে উল্লিখিত নির্দেশের মাধ্যমে সলাতের মধ্যে ক্বিরাত পাঠ করা ফরয বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। পবিত্র কুরআনের নির্দিষ্ট কোন সূরা পাঠ নামাযের জন্য ফরয করা হয় নাই। নির্দিষ্ট কোন সূরা পাঠ ফরয হইলে তাহা অনেকের জন্যই কষ্টকর হইত এবং অন্যান্য সুরার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হইত।

উক্ত আয়াত শরীফ হইতে ইহাই বুঝা যায় যে, পবিত্র কুরআন হইতে নামাযে এতটুকু ক্বিরাত পাঠ ফরয, যাহা মানুষের জন্য সহজ। যদি পবিত্র কুরআনের একটি বিরাট অংশ অথবা একাধিক সূরা পাঠ নামাযের এক এক রাকাতের জন্য ফরয হইত, তবে তাহা মুসল্লীদের জন্য অত্যন্ত কঠিন কাজ বলিয়া গণ্য হইত।

কমপক্ষে কতটুকু ক্বিরাত পাঠ নামাযের জন্য ফরয। যাহা মানুষের জন্য সহজও বটে-এই সম্পর্কে মুজতাহিদ আলিমগণ যথেষ্ট গবেষণা করিয়াছেন, নবী করিম ﷺ ও সাহাবাগণের رضي الله عنهم আমল তন্ন তন্ন খোঁজ করিয়া এই রায় প্রদান করিয়াছেন যে, বড় এক আয়াত অথবা ছোট তিন আয়াত পরিমাণ ক্বিরাত পাঠ নামাযের জন্য ফরয। ইহার অতিরিক্ত সুন্নত অথবা মুস্তাহাব।

সলাতের মধ্যে সূরা ফাতিহা পাঠ :

সলাতে সূরা ফাতিহা পড়া ইমামের জন্য ওয়াজিব। তদ্রূপ একাকী সলাত আদায় করিলে তাহার জন্যও সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। যদি অনিচ্ছাসত্বে নামাজে কোন ওয়াজিব তরক্ব হয় তবে সোহু সিজদা দিলে নামাজ আদায় হইয়া যাইবে। নামাজ নষ্ট হইবে না।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَّمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (بخاری ومسلم)

অর্থ- হযরত উবাদা ইবনে সামিত رضي الله عنه বলেন, রসূল ﷺ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সুরা ফাতিহা পড়ে নাই, তাহার নামায হয় নাই।

উল্লিখিত হাদীস দৃষ্টে ইমাম আবূ হানীফা রহমাতুল্লহি আলাইহি বলেন, সলাতে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। কারণ সাধারণত ফরয নির্ধারিত হয় পবিত্র কুরআনের নির্দেশের মাধ্যমে। ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাব নির্ধারিত হয় হাদীসের মাধ্যমে। নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার নির্দেশ পবিত্র কুরআনের কোথাও নাই পবিত্র কুরআনে আছে কুরআন হইতে তোমাদের জন্য যাহা সহজ তাহা পড়। সুতরাং পবিত্র কুরআনের যে কোন অংশ হইতে কিয়দাংশ নামাযে পড়িলেই ফরয আদায় হইয়া যাইবে।

সলাতে সূরা ফাতিহা পড়ার নির্দেশ বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ হইয়াছে। হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় যে, সূরা ফাতিহা না পড়িলে নামায অপূর্ণ থাকিয়া যায়। সুতরাং হযরত উবাদা ইবনে সামিত رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে لَا صَلٰوةَ শব্দের অর্থ সলাত

পূর্ণতা লাভ করে নাই। অর্থাৎ সূরা ফাতিহা ব্যতীত নামায অপূর্ণ থাকিয়া যায়। বুখারী শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে আছে- রসূল ﷺ এক বেদুঈনকে বলিয়া ছিলেন, কুরআন হইতে তোমার যাহা জানা আছে তাহাই পড়। ইহা দ্বারাও স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সূরা ফাতিহা পড়া ফরয নহে। তবে রসূল ﷺ সূরা ফাতিহা পড়ার কথাও বলিয়াছেন। তাই সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। জামাতের সহিত নামায পড়িলে ক্বিরাত পড়ার দায়িত্ব ইমামের। সুতরাং সূরা ফাতিহা পড়ার দায়িত্ব ইমামেরই। কারণ বুখারী শরীফ কিতাবুছ সলাতের ৯৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে যে, হুজুর পাক ﷺ বলেন "ইমামকে নির্দিষ্টই করা হইয়াছে মুছল্লীরা তাহাকে অনুসরণ করার জন্য- আর ক্বিরাত পাঠের সময় ইমামের অনুসরণই হইতেছে চুপ থাকা ও কান লাগাইয়া তাহার ক্বিরাত শ্রবণ করা।

মুক্তাদি ক্বিরাত ও সূরা ফাতিহা পড়িবে না। তবে একাকী নামায পড়িলে ক্বিরাত ও সূরা ফাতিহা উভয়ই পড়িতে হইবে।

ইমামের পিছনে মুক্তাদি সূরা ফাতিহা পড়িতে পারিবেনা তার অকাট্য দলীল সমূহঃ

জামাতের সহিত নামায পড়িলে মুক্তাদি কিরাত ও সূরা ফাতিহা কিছুই পড়িবে না। বরং নামাযের ধ্যানে ইমামের ক্বিরাত শুনিতে থাকিবে এবং চুপ করিয়া এই ধ্যানে দাঁড়াইয়া থাকিবে যে, তিনি আল্লাহ পাককে দেখিতেছেন, তাহা সম্ভব না হইলে মহান আল্লাহ পাক তাহাকে দেখিতেছেন। (হাদীসে জীবরীল বুখারী মুসলিম সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব) ক্বিরাত ও সূরা ফাতিহা পড়া শুধু ইমামের দায়িত্ব।

পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদিস শরীফের ভিত্তিতে ইমাম আযম আবূ হানীফা রহমাতুল্লহি আলাইহি উনার মতে কোন অবস্থায়ই ইমামের পিছনে মুক্তাদির সূরা ফাতিহা পড়া বৈধ নহে।

কেননা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন :

দলীল সমূহ :

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

অর্থ- যখন পবিত্র কুরআন শরীফ পাঠ করা হয়, তখন তোমরা নিবিষ্ট চিত্তে শুনিতে থাকিবে এবং চুপ করিয়া থাকিবে। নিশ্চয় তোমাদের উপর করুণা বর্ষিত হইবে। (৭ নং পবিত্র সূরা আরাফ-আয়াত শরীফ-২০৪, পারা-৯) উক্ত আয়াতের

নির্দেশ অনুসারে ইমামের ক্বিরাত মুক্তাদির শ্রবণ করা অত্যাবশ্যক বলিয়া ইমাম আবূ হানীফা রহমাতুল্লহি আলাইহি রায় প্রদান করিয়াছেন। এই আয়াত দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কুরআন পাঠের শব্দ কর্ণগোচর হওয়া মাত্রই চুপ করিয়া উহা শ্রবণ করা ফরয। কারণ আল্লাহ পাক উনার আদেশ মান্যকরা ফরজ। শোন এবং চুপ থাক দুইটিই উনার আদেশ মুবারক। ইমাম উচ্চস্বরে ক্বিরাত পড়িলে মুক্তাদি চুপ করিয়া তাহা শ্রবণ করিতে থাকিবে। আর চুপে চুপে ক্বিরাত পড়িলে তখনও মুক্তাদি কিছুই পড়িবে না; বরং চুপ করিয়া নামাযের ধ্যানে দাঁড়াইয়া থাকিবে। কারণ নামাজের ভিতরে ইমামের পিছনে মুক্তাদি স্বাধীন নহে। স্বয়ং রাষ্ট্রপতি ও যদি ইমামের পিছনে নামাজে দাঁড়ান তাহলে ইমামের আগে তিনি রুকু-সেজদা দিতে পারিবেন না। যদি দেন তাহলে তাহার নামাজ নষ্ট হইয়া যাইবে যেমন ঠিক তেমনি ইমামের পিছনে ক্বেরাত পড়িতে পড়িতে যদি কেউ ইমামকে ওভারটেক করে অর্থাৎ ইমাম গোপনে কেরাত পড়িতে গিয়া মালিকি ইয়াউ মিদ্দিন পড়িতেছে আর মুক্তাদি ছিরাত্বল মুসতাক্বিম পড়িতেছেন তাহলে রুকু-সেজদায় ওভারটেকের মতই মুক্তাদির নামাজ নষ্ট হইয়া যাইবে। কারণ ইমামের অনুস্বরণ করা ফরজ-ওয়াজিব। গোপনে নামাজে ইমাম কোথায় কিরাত পাঠ করিতেছেন মুক্তাদি তা জানবে কি করে ? সে তো ইলমে গইব জানে না। কাজেই উচ্চ আওয়াজে নামাজে ইমাম "ফাক্বরাউ মা তায়াস সারা মিনাল কুরআন" আয়াতের হুকুম পালনের মধ্যে ফরজ আদায় করিতেছেন আর মুক্তাদি শ্রবণ করো এবং চুপ থাকো হুকুম পালনের মধ্য দিয়ে দুইটি ফরজ আদায় করিতেছেন।

ইমাম চুপি স্বরে কিরাত পাঠের সময় একটি ফরজ আদায় করিতেছেন আর মুক্তাদি পবিত্র কুরআন শরীফের ভাষায় চুপ থাকো আয়াতের হুকুম পালন করিয়া একটি ফরজ আদায় করিতেছেন। সকল আলিম ওলামা ও সাহাবীগণ رضي الله عنهم একমত ঐ ছহীহ বুখারী হাদীস শরীফের মতের উপরে مَنْ وَّ جَدَ رُكُوْعًا فَقَدْ وَجَدَ رَكْعَةً "ইমামের পিছনে যে ব্যক্তি রুকু পাইল সে পুরা রাকাআত পাইল" যাহার কারণেই কোন মুছল্লি ইমামের পিছনে আসিয়া রুকু পাইলেই ঐ রাকাত তাহাকে আর পড়িতে হয় না। জ্ঞানী সমাজকে চিন্তা করিবার অনুরোধ জানাইতেছি যে, ইমামের পিছনে সুরা ফাতিহা না পড়িলে নামাজ হইবে না এই কথা যদি সত্যিই হয় তাহা হইলে-যে মুক্তাদি রুকু পাইয়া পুরা রাকাত পাইল তাহার সুরা ফাতিহা সহ কিরাত কে পাঠ করিল? মুক্তাদি উপস্থিত হওয়ার আগেই যেমন তাহার পক্ষ হইতে ইমাম সুরা

ফাতিহা সহ কেরাত পড়িয়াছেন অনুরূপভাবে মুক্তাদি উপস্থিত থাকিলেও ইমামই তাহার পক্ষ হইতে কেরাত পড়িতেছেন। যেমন ছহীহ্ হাদীস শরীফে যথার্থই আসিয়াছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَ بِهٖ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا قَرَءَ فَاَنْصِتُوْا (خرجه ابو داود ونسائى وابن ماجه)

অর্থ- হযরত আবূ হুরায়রা ﷺ বলেন, রসূল ﷺ বলিয়াছেন অনুসরণের জন্যই ইমাম নিযুক্ত করা হয়। ইমাম যখন 'আল্লাহু আকবার' বলিবে, তখন তোমরাও 'আল্লাহু আকবার' বলিবে। ইমাম যখন ক্বিরাত পড়িবে, তখন তোমরা চুপ করিয়া থাকিবে।

(আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ্ মিশকাত মিরকাত বজলুল মাজহুদ সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব।)

فِىْ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَرَءَ الْاِمَامُ فَاَنْصِتُوْا قَدْ صَحَّحَهُ مُسْلِمٌ وَاَحْمَدُ وَابْنُ جَرِيْرٍ وَابْنُ كَثِيْرٍ وَمُنْذِرٌ وَابْنُ حَزَمٍ وَرَوٰى ابْنُ عَبْدُ الْبَرِ وَابْنُ تَيْمِيَةُ

অর্থ- মুসলিম শরীফে হযরত আবূ মূসা ﷺ হইতে বর্ণিত আছে- রসূল ﷺ বলিয়াছেন ঃ ইমাম যখন কুরআন পড়িবে, তখন তোমরা চুপ করিয়া থাকিবে।

ইমাম মুসলিম, ফতহুল মুলহিম, ফতহুল মুনয়িম, ইমাম আহমদ, ইমাম ইবনে জারীর, ইমাম মুনযির ও ইমাম ইবনে হাযম উক্ত হাদীস বিশুদ্ধ বা সহীহ্ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইবনে আবদুল বার ও ইবনে তাঈমিয়া এই হাদীস স্বীয় কিতাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

عَنِ الْحَجَّاجِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ ذَا الَّذِىْ يُخَاطِبُنِىْ فِى الْقِرَاةِ فَنَهَاهُمْ عَنِ الْقِرَأَةِ خَلْفَ الْاِمَامِ اَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِىْ وَالدَّارِ قُطْنِىْ

অর্থ-হযরত হাজ্জাজ ﷺ হইতে বর্ণিত আছে রসূল ﷺ বলিয়াছেন ঃ কে আমাকে লক্ষ্য করিয়া ক্বিরাত পড়িতেছে? অতঃপর রসূল ﷺ ইমামের পিছনে ক্বিরাত পড়িতে নিষেধ করিলেন। - বায়হাক্বী, দারেকুতনী, কিতাব আল আছার, মুসনাদ মুছান্নাফ ইত্যাদি সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব)

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْاِمَامِ فَاِنَّ قِرَأَةَ الْاِمَامِ لَهُ قِرَاَةٌ وَاَسْنَادُهُ صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ رَوٰى مُحَمَّدٌ فِىْ مُؤَطَّاءِ وَطَحَاوِىْ

অর্থ- হযরত জাবির রضي الله عنه নবী করীম ﷺ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন- যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে নামায পড়িবে, ইমামের ক্বিরাতই তাহার ক্বিরাত বলিয়া গণ্য হইবে। এই হাদীসের সনদ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তানুসারে সহীহ বলিয়া গণ্য। -মুআত্তা-মুহম্মদ রহমাতুল্লহি আলাইহি, তাহাবী, সুনানুদ দারেমী, মুছান্নাফ মুসনাদ কিতাব আল আছারসহ অংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ خَلْفَ الْاِمَامِ فَحَسْبُهُ قِرَاةُ الْاِمَامِ اَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ وَمَالِكٌ فِى الْمُؤَطَّاءِ

অর্থ- হযরত ইবনে উমর رضي الله عنه হইতে বর্ণিত আছে- হযরত নবী করীম ﷺ বলিয়াছেন তোমাদের কেহ ইমামের পিছনে নামায পড়িলে ইমামের ক্বিরাতই তাহার জন্য যথেষ্ট হইবে। -ত্বহাবী, মুআত্তা-মালেক রহমাতুল্লহি আলাইহি, মুছান্নাফ , মুসনাদ, দারেমী, দারে কুতনী, হাকিম, কিতাব আল আছার সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اِنْصَرَفَ مِنْ صَلٰوةٍ جَهْرٍ فِيْهَا بِالْقِرَأَةِ فَقَالَ هَلْ قَرَءَ مَعِىْ اَحَدٌ مِّنْكُمْ اَنِفًا فَقَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنِّىْ اَقُوْلُ مَالِىْ اُنَازِعُ الْقُرْاٰنِ قَالَ فَانْتَهٰى النَّاسُ عَنِ الْقِرَأَةِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْهَا جَهَرَ تَيْهِ بِالْقِرَأَةِ مِنَ الصَّلَوٰاتِ حِيْنَ سَمِعُوْا ذٰلِكَ مِنْ رَّسُوْلِ ﷺ رَوَاهُ مَالِكٌ وَاَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاؤُدَ وَالتِّرْمِذِىْ وَالنَّسَائِىْ وَرَوٰى ابْنُ مَاجَهْ نَحْوَهُ

(مشكوة)

অর্থ- হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه হইতে বর্ণিত আছে- যে নামাযে স্বশব্দে ক্বিরাত পড়িয়াছেন এমন নামায হইতে অবসর হইয়া রসূল ﷺ বলিলেন- তোমাদের মধ্যে কেহ এখন আমার সহিত ক্বিরাত পড়িয়াছ কি? এক ব্যক্তি উত্তর

করিল-হ্যাঁ আমি, ইয়া রসূলাল্লহ্ ﷺ ইহা শুনিয়া হুযুর পাক ﷺ বলিলেন- আমি নামাযে মনে করিতেছিলাম যে, আমার কি হইল? কুরআন পড়িতে আমি এইরূপ টানা- হেঁচড়া অনুভব করিতেছি কেন? ইহা শোনার পর সেই নামাযের পর হইতে ইমামের পিছনে ক্বিরাত পড়া হইতে সাহাবাগণ বিরত রহিলেন। (মিশকাত- মুয়াত্তা মালিক, আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ্)

ইমাম আযম আবূ হানীফা রহমাতুল্লহি আলাইহি বলেন ইমামের পিছনে ক্বিরাত পড়া সম্পর্কীয় সমস্ত হাদীস, এই হাদীসের মাধ্যমে রহিত (মনসুখ) হইয়া গিয়াছে। অতএব ইমামের পিছনে মুক্তাদির ক্বিরাত পড়া অবৈধ বলিয়া বিবেচিত ও প্রমাণিত।

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْتَ الَّذِىْ يَقْرَءُ خَلْفَ الْاِمَامِ مِلْءُ فُوْهُ بِالتُّرَابِ-

অর্থ- হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে- নবী করীম ﷺ বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে কিরাত পড়িয়া থাকে, তাহার মুখ যদি মাটি দ্বারা ভরাট করিয়া দেওয়া হইত (তবে ভাল হইত) -ত্বহাভী শরীফ, কিতাব আল আছার, মুসনাদ, মুছান্নাফ, মুজাহিরে হক্ব, ত্বলিকুছ ছবীহ ইত্যাদি সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব)

قَالَ عَلِىٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَنْ قَرَءَ خَلْفَ الْاِمَامِ فَقَدْ اَخْطَأَ الْفِطْرَةِ وَكَذَا رَوَى ا عَبْدُ الرَّزَّاقُ فِىْ مُصَنِّفِه

অর্থ- হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে ক্বিরাত পড়ে, সে যেন ইসলামের কাজে ভূল করিল। -মুসান্নাফ ইবনি আবি শায়বা, মুদাল্লাক, মুসনাদে আবু হানীফা ইত্যাদি সহীহ হাদীস)

عَنْ اَبِىْ وَكِيْلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى ابْنِ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ أَأَقْرَءُ خَلْفَ الْاِمَامِ قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنْصِتِ الْقُرْاٰنَ فَاِنَّ فِى الصَّلٰوةِ شَغْلًا فَيَكْفِيْكَ الْاِمَامُ اَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقُ فِىْ مُصَنِّفِه

অর্থ- হযরত আবূ ওয়াকিল হইতে বর্ণিত আছে জনৈক ব্যক্তি হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু উনার নিকট আসিয়া বলিলেন- আমি কি ইমামের পিছনে ক্বিরাত পড়িব?

তখন হযরত ইবনে মাসউদ উত্তর করিলেন-তুমি কুরআন শোনার জন্য চুপ করিয়া থাক। কেননা নামাযে অত্যন্ত ধ্যানমগ্নতার প্রয়োজন। ক্বিরাতের জন্য তোমার ইমামই যথেষ্ট। -মুসান্নাফ গ্রন্থ, মুসনাদ, কিতাব আল আছার, মুসনাদে আবু হানীফা সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস)

وَفِي التِّرْمِذِيْ عَنْ جَابِرٍ ﵁ يَقُوْلُ مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَّمْ يَقْرَءُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَلَمْ يُصَلِّ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ وَرَاءَ الْاِمَامُ قَالَ التِّرْمِذِيْ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

অর্থ- তিরমিযী শরীফে হযরত জাবির ﵁ হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন; যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা ব্যতীত নামায পড়িল, তাহার নামায হয় নাই। কিন্তু ইমামের পিছনে নামায পড়িলে তাহার জন্য সূরা ফাতিহা পড়ার প্রয়োজন নাই। ইমাম তিরমিযী এই হাদীসকে হাসান সহীহ্ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহা বুখারীতেও আসিয়াছে। (তিরমিযী, মুছান্নাফ হাকিম, মুজাহিরে হক্ব)

وَفِي الطَّحَاوِيْ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَقْرَءُ الْمُؤْتَمُ خَلْفَ الْاِمَامِ فِيْ شَيْءٍ مِّنَ الطَّحَاوِي

অর্থ- হানাফীদের সহীহ্ হাদিসের কিতাব ত্বহাভী শরীফে হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত ﵁ হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : মুক্তাদি ইমামের পিছনে (সূরা ফাতিহা ও ক্বিরাত) কিছুই পড়িবে না। ত্বহাবী শরীফ, কিতাব আল আছার, মুসনাদ, মুছান্নাফ, ত্বলিকুছ ছবীহ মুজাহিরে হক্ব সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস)

وَفِي التِّرْمِذِيْ عَنْ اَحْمَدَ مَعْنٰى قَوْلِه عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَّمْ يَقْرَءُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مِنْهُ اِذَا كَانَ وَحْدَهٗ

অর্থ- তিরমিযী শরীফে ইমাম আহমদ হইতে বর্ণিত আছে- যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ে নাই, তাহার নামায হয় নাই- ইহার অর্থ ও তাৎপর্য এই যে, একাকী নামায আদায় করিয়া সূরা ফাতিহা ব্যতীত নামায পূর্ণ হয় না। তাহাকে অবশ্যই সূরা ফাতিহা পড়িতে হইবে। (ইমামের পিছনে নহে) তিরমিযী, আহমদ, তিবরানী, মুসনাদ, মুছান্নাফ, ত্বলিকুছ ছবীহ, মুজাহিরে হক্বসহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব সহ প্রায় ৫৫টি প্রসিদ্ধ কিতাব)

قَالَ الْعَيْنِيُّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ كَانُوْا يَنْهَوْنَ عَنِ الْقِرَأَةِ خَلْفَ الْاِمَامِ

অর্থ- আল্লামা বদর উদ্দীন আইনী রহমতুল্লহি আলাইহি বলিয়াছেন- হযরত নবী করীম ﷺ, আবু বকর رضي الله عنه, ওমর رضي الله عنه ও উসমান رضي الله عنه তাঁহারা সকলেই ইমামের পিছনে ক্বিরাত পড়িতে নিষেধ করিতেন। (শরহে বুখারী-আইনী)

পবিত্র কুরআন শরীফ ও উল্লিখিত সহীহ হাদীস সমূহের মর্মবাণী অনুসারে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ক্বিরাত ও সূরা ফাতিহা পড়ার দায়িত্ব ইমামের। কিন্তু একাকী নামায পড়িলে ক্বিরাত ও সূরা ফাতিহা উভয়ই তাহার পড়িতে হইবে। আর মুক্তাদি ক্বিরাত ও সূরা ফতিহা পড়িবে না। কিরাতের শব্দ কর্ণগোচর হইলে মুক্তাদি তাহা আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করিতে থাকিবে। ক্বিরাতের শব্দ শুনিতে পাওয়া না গেলে শুধু চুপ করিয়া নামাযের ধ্যানে দাঁড়াইয়া থাকিবে। যাহা সূরা আ'রাফ ২০৪ নং আয়াতের হুকুম "(শোনো এবং চুপ থাকো)"।

আমাদের দেশে আহলে হাদীস দাবীদার তথা ওহাবী মতবাদের ভাইয়েরা অনেকেই পবিত্র কুরআনের উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসমূহের বিরোধীতা করিয়া ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করিয়া কুরআন ও হাদীসের বরখেলাফ আমল করা সত্ত্বেও নিজেদেরকে আহলে হাদীস এবং হক্বদল বলিয়া দাবী করেন। ইহা কতটুক সত্যের অপলাপ তাহার বিচার তাহাদের উপরেই ছাড়িয়া দিলাম হক্ব দল কোনটি? আল্লাহর সন্তুষ্টির জ্ঞানে বিচার করুন। নিছক দলীয় স্বার্থে অন্ধ হইয়া নহে। বুখারী শরীফ-১০৮ পৃষ্ঠায় আছে-হযরত আবু বক্বর رضي الله عنه হুজুর পাক ﷺ উনার পিছনে সরাসরি রুকুতে শরীক হইলে হুজুর ﷺ বলিলেন না যে, কেরাত না পড়ার কারণে আপনার নামাজ হয় নাই বা ক্বেরাত না পাওয়া রাকাত আবার পড়িতে হইবে। বলিলেন আপনার নামাজ হয়েছে। বরং তিনি তাহা সমর্থন করিলেন।

সহীহ্ হাদিস ও সূরা আ'রাফের ২০৪ নং আয়াতের ভিত্তিতে ইমামের পিছনে পবিত্র কুরআন শরীফ পড়া নিষেধ। কিন্তু ওহাবী তথা আহলে হাদিস দাবিদার তথা লা-মাযহাবীরা মুক্তাদীর উপর সুরা ফাতিহা পড়াকে ফরজ মনে করে। ইমামের পিছনে মুকতাদির জন্য পবিত্র কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা

নিষেধ। চুপ থাকাই উচিত। যদিও ইসলামের প্রাথমিক যুগে নামাযের মধ্যে পার্থিব কথা-বার্তাও বৈধ ছিল। আর মুক্বতাদীও পবিত্র কুরআন শরীফ পড়িতো। এ আয়াত দ্বারা কথা-বার্তা বলিতে নিষেধ করা হইয়াছে। এরপর মহান আল্লাহ সূরা বাকারার ২৩৮ নং আয়াত শরীফে ঘোষণা দিলেন-

وَقُوْمُوا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ

অর্থ ঃ দাঁড়িয়ে যাও আল্লাহ তায়ালার অনুগত হয়ে।

ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'বাবু তাহরীমিল কালাম ফিছ্ ছলাত' এবং ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'বাবু মা-য়ুনহা মিনাল কালাম ফিছ্ ছলাত' -এ যায়েদ বিন আরকাম ﷺ হতে বর্ণনা করেন-

قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَةٍ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ. وَقُوْمُوا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ. فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِيْنَا عَنِ الْكَلَامِ.

অর্থ ঃ আমরা নামাযের মধ্যে কথা-বার্তা বলতাম, এক ব্যক্তি তার পাশে দাঁড়ানো তার বন্ধুর সাথে কথা বলছিল, এমন সময় 'কুমু লিল্লাহি ক্বানিতীন' আয়াতটি নাজিল হয়। এরপর আমাদের চুপ থাকার নির্দেশ দেওয়া হলো এবং কথা বলতে নিষেধ করা হলো। (ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি উনার আস-ছহীহ্ ১ম খন্ড ৩৮৩ পৃষ্ঠা হা-৫৩৯)। এরপর নামাজে কথা-বার্তা নিষেধ হলো।

নিম্নোক্ত আয়াতের অপব্যাখ্যার জবাব :

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

অর্থ- যখন পবিত্র কুরআন শরীফ পাঠ করা হয়, তখন তোমরা নিবিষ্ট চিত্তে শুনিতে থাক এবং চুপ করিয়া থাকবে। নিশ্চয় তোমাদের উপর করুণা বর্ষিত হবে। (৭ নং পবিত্র সূরা আরাফ-আয়াত শরীফ-২০৪, পারা-৯)

আমাদের কিছু আহলে হাদিস দাবিদার শায়খগণ বলে থাকে এই আয়াত দ্বারা ইমাম নামাজের ক্বিরাতের পাঠ করার সময় চুপ থাকার বিষয়ে নাজিল হয় নি। তাদের জবাবে কিছু লেখার প্রয়োজনীতা অনুভব করছি।

এ আয়াতের ব্যাখ্যা বিষয়ে ইজমা ঃ

১। সাহাবীদের ইজমা : ইমাম নাসাফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'তাফসিরে মাদারিক' শরীফে উক্ত আয়াতের তাফসীরে লেখেন-

وَجُمْهُوْرِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم عَلٰى اَنَّه فِيْ اِسْتِمَاعِ الْمُؤْتَمِ

অর্থ- অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরামের رضي الله عنهم অভিমত হলো এ আয়াতটি মুক্তাদীর জন্য ইমামের ক্বিরাত শোনার ব্যাপারেই। (তাফসীরে মাদারেক ১ম খন্ড ৬২৮ পৃষ্ঠা)। আল্লামা পানিপথি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

وَرَوٰى عَنْ جَمَاعَةٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ تَرْكُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْاِمَامِ

অর্থ- এক জামাত সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهمনামাজে ইমামের পিছনে কিরাত পাঠ নিষেধের বিষয়ে অভিমত পেশ করেছেন। (তাফসীরে মাজহারী ১০ম খন্ড ১১৯ পৃষ্ঠা)

২. মুফাসসিরগণের ইজমাঃ বিখ্যাত মুফাসসির ইমাম কুরতুবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

قَالَ النَّقَّاشُ : اَجْمَعَ اَهْلُ التَّفْسِيْرِ اَنَّ هٰذَا الْاِسْتِمَاعَ فِيْ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ وَغَيْرِ الْمَكْتُوْبَةِ.

অর্থ- ইমাম নাক্কাশা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আহলে তাফসিরগণের মধ্যে ইজমা ও ঐক্যমত হয়েছে যে, এই আয়াত ফরজ নামাজ ও অন্যান্য স্থানে কিরাত চুপ করে শোনার ব্যাপারে নাজিল হয়েছে। (আহকামুল কোরআন ৭ম খন্ড ৩৪৫ পৃষ্ঠা)

৩. উম্মতের ইজমা : আল্লামা পানিপথি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

وَقَالَ اِبْنُ هُمَامُ اَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنِ الْاِمَامِ اَحْمَدِ قَالَ اِجْمَعَ النَّاسِ عَلٰى اَنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ فِيْ الصَّلَاةِ

অর্থ- ইমাম কামালউদ্দীন ইবনে হুমাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইমাম বায়হাকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হতে তিনি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহি হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, এ ব্যাপারে উম্মতের ইজমা হয়েছে যে, এই আয়াত নামাজের ক্বিরাতের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। (ইমাম সানাউল্লাহ পানিপথি রহমাতুল্লাহি আলাইহি উনার তাফসিরে মাজহারি ৩য় খন্ড ৪৫০ পৃষ্ঠা)

৪. আহলে ইলমের ইজমা : ইমাম আব্দুল বার রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেন-

قَالَ اَبُوْ عُمَرَ فِيْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا مَعَ اِجْمَاعِ اَهْلِ الْعِلْمِ اَنَّ مُرَادَ اللهِ مِنْ ذٰلِكَ فِي الصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوْبَةِ اَوْضَحُ الدَّلَائِلِ عَلٰى اَنَّ الْمَأْمُوْمَ اِذَا جَهَرَ اِمَامَهٗ فِي الصَّلَاةِ اَنَّهٗ لَا يَقْرَاُ مَعَهٗ بِشَيْءٍ وَاَنْ يَسْتَمِعَ لَهٗ وَ يُنْصِتَ

অর্থ- আল্লাহ তায়ালা বাণী : (وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا) দ্বারা সকল আহলে ইলমে (ইলমে ফিকহ ও ইলমে হাদিসের জ্ঞানীগণের) ইজমা হয়েছে যে, এ আয়াতে আল্লাহর উদ্দেশ্য হল ফরয নামাজ, এতে এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, ইমাম যখন নামাজে জোরে ক্বিরাত পড়বেন তখন মুকতাদীরা কিছুই পড়বে না, বরং কানপেতে শুনবে ও চুপ থাকবে। (তাহমীদ ১১তম খন্ড ৩১ পৃষ্ঠা)। তাই প্রমাণিত হলো যে, ইমাম ক্বিরাত পড়লে মুকতাদী চুপিস্বরে শুনা।

ইজমা হওয়ার বাস্তবতা : এটি যে নামাজের ক্বিরাতের বিষয়ে নাজিলকৃত আয়াত তার বাস্তব প্রমাণ হলো বেশীরভাগ সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীগণ তাফসিরকারগণ এই মত পোষণ করেছেন। ইমাম বাগাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার তাফসিরে লিখেন-

فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ اِلٰى اَنَّهَا فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ

অর্থ- এক জামাত ইমামগন এই মত পোষণ করেছেন যে, এই আয়াত নামাজের ক্বিরাতের বিষয়ে নাজিল হয়েছে। (তাফসিরে মালিমুত তানজিল ২য় খন্ড ২৬৩ পৃষ্ঠা, বয়রুত, লিবানন, প্রকাশ ১৪২০ হি.)

১. ইমাম খাজেন রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার তাফসিরে খজেনে ও ইমাম বাগাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার তাফসিরে উক্ত আয়াতের তাফসীরে ও উল্লেখ করেছেন-

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ اَنَّهُ سَمَّعَ نَا سَا يَقْرَءُوْنَ مَعَ الْاِ مَامِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اَمَا اَنَّ لَكُمْ اَنْ تَفْقَهُوْا وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا كَمَا اَمَرَكُمُ اللّٰهُ؟

অর্থ- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ কিছু লোককে ইমামের সাথে কেরাত পড়তে শুনলেন। নামাজ শেষ হলে তিনি বলেন, এখনও কি তোমাদের উক্ত আয়াতের মমার্থ বা আল্লাহর আদেশ বুঝার সময় আসেনি? (তাফসিরে খাজিন ২য় খন্ড ১৪২ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুব ইসলামিয়াহ, বৈরুত, লিবানন)

ইমাম আবি হাতেম রহমাতুল্লাহি আলাইহি সাহাবী আবু হুরায়রা ﷺ-এর মত সংকলন করেন- فَهٰذَا فِيْ الصَّلَاةِ - "আর এটি নামাযের জন্য নাযিল হয়েছে। (তাফসিরে আবি হাতিম, ৫ম খন্ড ১৬৪৫ পৃষ্ঠা)

উল্লেখিত আয়াতের তাফসীরে রঈসুল মুফাস্‌সিরীন হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ এর বক্তব্য পাওয়া যায়। যেমন-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ { وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ } يَعْنِيْ فِيْ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوْضَةِ

অর্থঃ "হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ সূরা আ'রাফের ২০৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এই আয়াতটি ফরজ নামাযের ক্ষেত্রেই নাযিল করা হয়েছে।" (তাফসিরে তাবারী ৯ম খন্ড ১০৩ পৃষ্ঠা, আল্লামা ইবনে কাসির ঃ তাফসীরে কুরআনুল আজীম ২য় খন্ড ২৮ পৃষ্ঠা, ইমাম সুয়ুতীর দুররুল মানসুর ৩য় খন্ড ৬৩৪ পৃষ্ঠা)।

উক্ত আয়াতের ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি সংকলন করেন- "ইমাম মুজাহিদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে, এই আয়াতটি নামায সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।" (তাফসিরে তাবারী ১০ম খন্ড ৬৬০ পৃষ্ঠা, আল্লামা ইবনে কাসির ঃ তাফসীরে কুরআনুল আজীম ২য় খন্ড ২৮ পৃষ্ঠা)।

ইমাম আব্দুর রায্যাক রহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত. ২১১ হি.) তাঁর তাফসিরে আব্দুর রাজ্জাক ২য় খন্ড ১০৭ পৃষ্ঠায় অনুরুপ সংকলন করেছেন।

তবে ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি উক্ত তাবেয়ীর উক্তি নকল করে বলেন-"ইমাম মুজাহিদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, সূরা আ'রাফের ২০৪ নং আয়াতটি ফরজ নামাযের কিরাতের বিষয়ে নাযিল হয়েছে।" (তাফসিরে তাবারী ১০ম খন্ড ৬৬১ পৃষ্ঠা)।

ইমাম মুজাহিদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর তাফসীরে লিখেন-

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الصَّلَاةِ فَسَمِعَ قِرَاءَةَ فَتًى مِنَ الْأَنْصَارِ فَنَزَلَ { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَأَنْصِتُوْا }

অর্থঃ ইমাম মুজাহিদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, রাসূল ﷺ উনার পিছনে এক আনসারী সাহাবী ক্বিরাত পড়ছিলেন তাই তার ক্বিরাতের নিষাধাজ্ঞা স্বরুপ এই আয়াত নাযিল হয়। (ইমাম মুজাহিদ উনার তাফসিরে মুজাহিদ ১ম খন্ড ৩৫০ পৃষ্ঠা, ইমাম বায়হাক্বীর মারিফাতুল সুনানি ওয়াল আছার ৩য় খন্ড ৭৪ পৃষ্ঠা)। যেমন আরো বর্ণিত আছে-

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَأَنْصِتُوْا } فِي الصَّلَاةِ

অর্থঃ -"উঁচু পর্যায়ের তাবেয়ী হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এ আয়াতটি নামায সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।" (তাফসিরে তাবারী ১০ম খন্ড ৬৬০ পৃষ্ঠা, ইমাম সমরকুন্দীর তাফসীরে বাহারুল উলুম ১ম খন্ড৫৭৮ পৃষ্ঠা)।

আল্লামা কাযি সানাউল্লাহ পানিপথি রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার তাফসির গ্রন্থে লিখেন-

قَالَ الْبَغْوِيُّ وَهٰذَا قَوْلُ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ وَالنَّخْعِيِّ اَنَّ الْاٰيَةَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الْإِمَامِ

অর্থঃ ইমাম বাগভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম জুহরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইবরাহিম নাখঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর ক্বওল নকল করেন যে, এই আয়াত ইমামের পিছনে কিরাত না পড়ার প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে।" (তাফসীরে মাজহারী ৩য় খন্ড ৪৫০ পৃষ্ঠা)।

একটি সংশয়ের নিরসন

আলোচ্য আয়াতে এ সকল নির্ভরযোগ্য তাফসীর দ্বারা স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হলো যে, জাহরী ফরজ ও অন্য খফি ফরজ নামাযেও ইমামের পিছনে মুক্তাদী ক্বিরাআত পড়বে না। আমাদের উপরোক্ত অনুসন্ধানী আলোচনা থেকে জানা গেলো, ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুক্তাদীরা ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়তো। এমনকি কথাও বলতো কিন্তু পরে সূরা আ'রাফ ২০৪ ও সূরা বাকারা ২৩৮ নং আয়াত ও সহীহ্ মুসলিম শরীফের হাদিসের ভিত্তিতে তা মানসুখ তথা রহিত হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের সমাজের কিছু জ্ঞান পাপী ব্যক্তিগণ এই স্পষ্ট বিষয়টিকে অস্বীকার করে বসেন এবং তারা বলে থাকেন যে এটি জুম'আর খুতবাকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়েছে। তারা এটি ইমাম মুজাহিদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর একটি কওল দিয়ে এ দাবী করে থাকেন। আসলেই উক্ত তাবেয়ী থেকে তিনটি মত বর্ণিত হয়েছে। দুটি হল নামাযের জন্য নাযিল হয়েছে, আরেকটি হল খুতবার সময় চুপ থাকার বিষয়ে। (তাফসীরে সামআনী ২য় খন্ড ২৪৪ পৃষ্ঠা)।

খতবার চুপ থাকার বর্ণনাটি এক দিকে সনদগত দুর্বল অপরদিকে উক্ত তাবেয়ীর সহীহ বর্ণনার বিপরীত। যেমন ইমাম আব্দুর রায্যাক রহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত. ২১১ হি.) উল্লেখ করেন-

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِيْ هَاشِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ هَذَا فِيْ الصَّلَاةِ

অর্থঃ -"তিনি সুফিয়ান সাওড়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে তিনি আবি হাশেম থেকে তিনি তাবেয়ী মুজাহিদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে তিনি বলেন, এটি অর্থাৎ সুরা আ'রাফের ২০৪ নং আয়াত নামাযের কিরাতের বিষয়ে নাযিল হয়েছে।" (তাফসীরে আব্দুর রাজ্জাক ২য় খন্ড ১০৭ পৃষ্ঠা)

তাই বুঝলাম উক্ত তাবেয়ীর বিশুদ্ধ বর্ণনা আমাদের মতের সাথে হুবহু মিল। বাস্তবতার আলোকে তা কতটুকু গ্রহণযোগ্য তা আপনাদের সামনে আলোচনা পেশ করব।

১. বিখ্যাত তাফসিরকারক ও ইমাম বাগভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেন-

وَهُوَ أَنَّهَا فِيْ الْقِرَاءَةِ فِيْ الصَّلَاةِ لِأَنَّ الْآيَةَ مَكِّيَّةٌ وَالْجُمُعَةُ وَجَبَتْ بِالْمَدِيْنَةِ

অর্থঃ আর এটি নামাযের কিরাতে বিষয়ে নাযিল হয়েছে, কেননা এই আয়াত (সূরা আ'রাফ, ২০৪) নাযিল হয়েছে মক্কায় আর জুম'আ ওয়াজিব বা আবশ্যক হয় মদিনায়।" (তাফসীরে মালিমুত তানজিল ২য় খন্ড ২৬৩ পৃষ্ঠা)

২. ইমাম সাম'আনী রহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত.৪৮৯হি.) তাফসিরে লিখেন-

لِاَنَّ الْاٰيَةِ مَكِّيَّةٌ وَالْجُمُعَةُ وَجَبَتْ بِالْمَدِيْنَةِ...فَالْاَول اصح

অর্থ: নিশ্চয় এটি মক্কায় নাযিলকৃত আয়াত, আর জুম'আর নামায ওয়াজিব হয় মদিনায়। তাই প্রথম মতটিই (নামাযের কিরাতের সময় চুপ থাকা) অধিক গ্রহণযোগ্য।" (তাফসীরে সামআনী ২য় খন্ড ২৪৪ পৃষ্ঠা)

৩. ইমাম আবু হাফস সিরাজুদ্দীন দামেস্কী রহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত. ৭৭৫হি.) তার তাফসিরে লিখেন-

وَهٰذَا لِاَنَّ الْاٰيَةِ مَكِّيَّةٌ وَالْجُمُعَةُ وَجَبَتْ بِالْمَدِيْنَةِ

অর্থ: আর এটি (আয়াতটি খুতবার জন্য নাযিলকৃত এ মত) অনেক দূরবর্তী অভিমত। কেননা এই আয়াত নাযিল হয়েছে মক্কায় আর জুম'আ ওয়াজিব হয় মদিনায়। (তাফসিরে লুবাব ফি উলুমিল কিতাব ৯ম খন্ড ৪৪০ পৃষ্ঠা, ইমাম শরবীনীর (৯৭৭হি.) স্বীয় তাফসিরে সিরাজুম মুনিরা ১ম খন্ড ৫৫০ পৃষ্ঠা)

৪. ইমাম আলাউদ্দিন খাযেন রহমাতুল্লাহি আলাইহি (৭৪১হি.) তার স্বীয় তাফসিরে লিখেন-

لِاَنَّ الْاٰيَةِ مَكِّيَّةٌ وَالْجُمُعَةُ وَجَبَتْ بِالْمَدِيْنَةِ

অর্থ: -"নিশ্চয় এই আয়াত নাযিল হয় মক্কায়, আর জুম'আ ওয়াজিব হয় কেবল মদিনা শরীফে।" (তাফসীরে খাজিন ২য় খন্ড ২৮৬ পৃষ্ঠা)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: জোরে বা আস্তে কোন অবস্থাতেই ইমামের পিছনে কিরাত পড়বে না:

হদীস নং-১: মুসলিম শরীফ, 'বাবু সুজূদিত তিলাওয়াতি' -এ হযরত আতা বিন ইয়াসার ﵁ থেকে বর্ণিত-

اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَاَلَ زَيْدَ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْاِمَامِ ، فَقَالَ لَا!
قِرَاءَةَ مَعَ الْاِمَامِ فِيْ شَيْءٍ،

অর্থ: -"তিনি যায়দ বিন ছাবিত ﵁ এর কাছে ইমামের সাথে ক্বিরাআতের হুকুম সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। তিনি বললেন, ইমামের সাথে কিছুতেই কিরাআত পড়া জায়েজ নেই।" (**দলিল:** ইমাম মুসলিম: আস সহীহ ১ম খন্ড ৪০৬

পৃষ্ঠা, ইমাম নাসাঈঃ আস সুনান ২য় খন্ড ১৬০ পৃষ্ঠা, আস সুনানিল কুবরা লি নাসাঈ ১ম কন্ড ৩৩১ পৃষ্ঠা, আস সহীহ ইবনে আওয়ানাহ ১ম খন্ড ৫৫২ পৃষ্ঠা, আস সুনানিল কুবরা লি বায়হাক্বি ১ম খন্ড ১৬৩ পৃষ্ঠা)

এটি যেহেতু সহীহ মুসলিমের হাদিস সেহেতু সনদ পর্যালোচনার কোন প্রয়োজন নেই।

হাদীস নং- ২ ঃ মুসলিম শরীফ, 'বাবুত তাশাহ্হুদ' এ রয়েছে,

فَقَالَ لَهُ اَبُوْ بَكْرٍ فَحَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ؟ فَقَالَ : هُوَ صَحِيْحٌ يَعْنِيْ وَاِذَا قَرَاَ فَاَنْصِتُوْا.

অর্থঃ -"আবু বকর , সুলায়মানকে প্রশ্ন করলেন, হযরত আবু হোরায়রা ؓ এর হাদীস কেমন? তিনি বললেন, সহীহ অর্থাৎ এ হাদীস 'যখন ইমাম ক্বিরাআত পড়বে তখন তোমরা চুপ থাকবে, তিনি বলেন নিঃসন্দেহে সহীহ।" (দলিলঃ ইমাম মুসলিমের আস সহীহ ১ম খন্ড৩০৪ পৃষ্ঠা ৪০৪ নং হাদিস, আস সুনানিল কুবরা লি বায়হাকি ২য় খন্ড ১৫৫ পৃষ্ঠার ২৭০৯ নং হাদিস)

আরোও পর্যালোচনা প্রয়োজন।

হাদীস নং- ৩ : হযরত আবু হুরায়রা ؓ হতে বর্ণিত,

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا، وَاِذَا قَرَاَ فَاَنْصِتُوْا

অর্থঃ -"রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই ইমাম বানানো হয়েছে তাঁর অনুসরণের জন্যই। যখন তিনি তাকবীর বলবেন, তখন তোমরাও তাকবীর বলো। আর যখন তিনি কুরআন পড়বেন, তখন চুপ থাকো।" (দলিলঃ ইমাম নাসাঈর আস সুনান ২য় খন্ড ১৪১ পৃষ্ঠা হাদিস নং ৯২১ ও ৯২২, আস সুনানিল কুবরা লি ইমাম নাসাঈ ১ম খন্ড ৪৭৫ পৃষ্ঠার ৯৯৫ ও ৯৯৬ নং হাদিস, ইমাম তাহাবীর শরহে মায়ানিল আছার ১ম খন্ড ২১৭ পৃষ্ঠা ১২৯২ নং হাদিস, সুনানে ইবনে মাজার ২য় খন্ড ৩০ পৃষ্ঠার ৮৪৬ নং হাদিস, মারিফাতুল সুনানি ওয়াল আছার লি বায়হাক্বী ৩য় খন্ড ৭৪ পৃষ্ঠার ৩৭৪২ নং হাদিস, মুসনাদে আহমাদ ১৪তম খন্ড ৪৬৯ পৃষ্ঠার ৮৮৮৯ নং হাদিস, মুসনাদে আবু ইয়ালা ৭৩২৬ নং হাদিস, মুসনাদে বাযযার ১৫তম খন্ড ৩৩৯ পৃষ্ঠার ৮৮৯৮ নং হাদিস, আবু দাউদ ১ম খন্ড ১৬৫ পৃষ্ঠার ৬০৪

নং হাদিস, মুসলিম ১ম খন্ড ৩০৪ পৃষ্ঠার ৪০৪ নং হাদিস, দারে-কুতনী ১২৪৩ ও ১২৪৪ নং হাদিস মুছান্নিফে আবি শায়বাহ ১ম খন্ড ৩৭৯৯ নং হাদিস, এবং ২য় খন্ড ১১৫ পৃষ্ঠার ৭১৩৭ নং হাদিস, মু'জামুল আওসাত লি তাবারানী ৮ম খন্ড ৪৩ পৃষ্ঠার ৭৯০৩ নং হাদিস)

আমরা ২নং হাদীসে মুসলিম শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছি যে, হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه এর এ হাদীসটি সহীহ। (দলিল: ইমাম যায়লাঈর নছবুর রায়াহ২/১৫পৃ:, জাওয়াহিরুন নাকি ২/১১৫ পৃষ্ঠা, খুলাসাতুল আহকাম ১/৩৭৫ পৃষ্ঠা হাদিস নং ১১৭০, বাদরুল মুনির ৪/৪৮১ পৃষ্ঠা, আস সুনানিল কুবরা লি বায়হাকি ২য় খন্ড ২২২ পৃষ্ঠার ২৮৮৯ ও ২৮৯১ নং হাদিস) আহলে হাদিস দাবীদারদেরও শায়খ ইমাম আলবানী তার একাধিক গ্রন্থে সনদটিকে হাসান, সহীহ বলেছেন। ইমাম বাত্তাল রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন- وَقَدْ صَحَّحَهُ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ-"ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহি সহীহ সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেন।" (ইমাম বাত্তালের শরহে ছহিহুল বুখারী ২য় খন্ড ৩৭০, আরফুয সাযী ১ম খন্ড ৩১৩ পৃষ্ঠা)

ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, মালিক রহমাতুল্লাহি আলাইহি, আবূ দাউদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি, নাসায়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, প্রমুখ হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণনা করেন-

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ، فَقُوْلُوْا : آمِيْنَ، فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

অর্থ: -"রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন ইমাম বলবে غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ তখন তোমরা বলো 'আমীন'। কেননা যার 'আমীন' বলা ফেরেস্তাদের 'আমীন' বলার মত হবে তার আগেকার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা হবে।" (বুখারী ১/২৭০ পৃষ্ঠা ৭৪৭ নং হাদিস, নাসাঈ ২/১০৫ পৃষ্ঠা ৯২৭ নং হাদিস, মুসনাদে আহমদ ২/৩১৪ পৃষ্ঠার ১২৪৬ নং হাদিস, ইবনে হিব্বানের আস সহীহ ৫/১০৬ পৃষ্ঠা ১৮০৪ নং হাদিস, মুয়াত্তা ইমাম মালেক ১/ ৮৭ পৃষ্ঠা ১৯৫ নং হাদিস, ইমাম শাফেয়ীর আস সুনান ১/১০৯ নং হাদিস)

এ হাদিস থেকেও বুঝা যায়, মুক্তাদী সূরা ফাতেহা পাঠ করবে না। কারণ, এক মুক্তাদী সূরা ফতেহা পাঠে ব্যস্ত থাকলে ইমাম কখন{ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ }পড়ছেন তা খিয়াল রাখা সম্ভব হবে না। ফলে যথা সময়ে আমীন বলাও হয়ে উঠবে না। সতরাং রাসূল ﷺ এক দিকে মুক্তাদীকে ইমামের غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ বলার প্রতি খেয়াল রাখতে বলবেন, অপরদিকে সূরা ফাতেহা পাঠের আদেশ দিয়ে তাকে ব্যস্ত করে রাখবেন, এমনটা হতে পারে না। দুই যে মুক্তাদী নামায শুরুর কিছুক্ষণ পর এসে শরীক হল, সে যদি সূরা ফাতেহা পাঠ করে দেয়, ইতিমধ্যেই ইমাম غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ বলে ফেলেন, তবে সেই মুক্তাদী কী করবে? যদি সে তার পড়াই চালু রাখে তাহলে ইমামের সঙ্গে তার আমীন বলা হল না। অথচ এ হাদিসে তাকে ইমামের সঙ্গে আমীন বলতে বলা হয়েছে। (এখানে হানাফীগণও আমীন ধীরে পড়ে থাকেন অথচ আহলে হাদিস দাবীদারগণ চিৎকার করে পড়েন যা এই হাদিসের এবারতে নেই।

হাদীস নং-৪ : তিরমিযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণনা করেন-

قَالَ: مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ، فَلَمْ يُصَلِّ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ وَرَاءَ الْاِمَامِ.

অর্থঃ -"যে ব্যক্তি নামায পড়লো কিন্তু তাতে সূরা ফাতেহা পড়লো না, সে যেন নামায পড়লো না। তবে যদি ইমামের পিছে হয় তখন (তোমরা পড়বে না) ছাড়া।" (ইমাম তিরমিজীর আস সুনান ১/৪১২ ও ৪১৩ পৃষ্ঠার ৩১২ ও ৩১৩ নং হাদিস,মুয়াত্তা ইমাম মালেক ১/৮৪ পৃষ্ঠা ১৮৭ নং হাদিস, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ২/ ১২১ পৃষ্ঠার ২৭৪৫ নং হাদিস, সুনানিল কুবরা লি বায়হাক্বি ২/১৬০ পৃষ্ঠা ২৭২৫ নং হাদিস, দারেকুত্নী ২/১১৪ পৃষ্ঠা ১২৪২ নং হাদিস)

ইমাম তিরমিযি রহমাতুল্লাহি আলাইহি এটি সংকলন করে করেন- هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ "এই হাদিসটি হাসান, সহীহ।" (ইমাম তিরমিজীর আস সুনান ১/৪১৩ পৃষ্ঠা ৩১৩ নং হাদিস)

হাদিস নং. ৫: উপরের বর্ণনাটি হল মাওকুফ; কিন্তু এই সাহাবী থেকেই ইমাম দারাকুতনী রহমাতুল্লাহি আলাইহি একটি মারফূ সূত্র সংকলন করেন এভাবে-

عَنْ يَحْيَ بْنِ سَلَّامٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ ثَنَا وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ . قَالَ : كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ. اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ وَرَاءَ الْاِمَامِ

অর্থ: -"হযরত জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, প্রত্যেক নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ না হলে তা হবে অপূর্ণাঙ্গ। তবে ইমামের পিছনে ব্যতীত। (ইমাম দারেকুতনীর আস সুনান, ইমাম যায়লয়ীর নাসবুর রায়াহ ২/ ১৮ পৃষ্ঠা, ইমাম ইবনে জাওজীর তাহকীক ফি আহাদিসিল খিলাফ ১/৩৬৪ পৃষ্ঠার ৪৭৬ নং হাদিস, দিরায়া ফি তাখরীজে হিদায়া ১/১৬৩ পৃষ্ঠা, কানজুল উম্মাল ৮/২৮৮ পৃষ্ঠার ২২৯৪৯ নং হাদিস)

সনদ পর্যালোচনা: তবে ইমাম যায়লাঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহি সনদ প্রসঙ্গে লিখেন-

قَالَ الدَّارَ قُطْنِيُّ يَحْيَ بْنِ سَلَّامٍ ضَعِيْفٌ

অর্থ : -"ইমাম দারাকুতনী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, সনদ 'ইয়াহইয়া ইবনু সাল্লাম' দুর্বল।" (নাসবুর রায়াহ ২/১৮ পৃষ্ঠা, ইমাম মানাবী ফয়জুল কাদির ৫/২৬ পৃষ্ঠা হাদিস নং ৬৩২৬)

ইমাম ইবনে আদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার সম্পর্কে লিখেন- يَكْتُبُ حَدِيْثَه -"আমরা তার হাদিস লিপিবদ্ধ করতাম।" (মিযানুল ইতিদাল ৪/৩৮১ পৃষ্ঠা)

পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় হাদিসটি 'হাসান' পর্যায়ের। অপরদিকে উপরের সনদটি এটিকে সাক্ষ্য দেওয়ায় এটি শক্তিশালী প্রমাণিত হয়েছে।

হাদিস নং. ৬: তবে আমার দাবি এই সাহাবী থেকে আরেকটি মারফূ সূত্র বর্ণিত আছে যে ইমাম মুত্তাকী হিন্দী রহমাতুল্লাহি আলাইহি সংকলন করেন-

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ وَرَاءَ الْاِمَامِ

অর্থ : -"হযরত জাবের رضي الله عنه হতে বর্ণিত। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, নামায যথেষ্ট হবে না যদি নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ করা না হয়, হ্যাঁ, তবে ইমামের পিছনে থাকলে ভিন্ন কথা।" (কানযুল উম্মাল ৮/২৮৮ পৃষ্ঠা হাদিস নং ২২৯৫০)

তাই মারফূ হাদিসটির দুটি সূত্রের কারণে এবং মাওকুফ সহীহ সনদেও সমর্থনে হাদিসটি সহীহ বলে প্রমাণিত হয়।

আপত্তি ও নিস্পত্তিঃ কেহ বলতে পারে তাহের পাটনী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এটি সম্পর্কে বলেছেন-

فِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ اَشْرَسْ مُتَّهَمٌ مَتْرُوْكٌ

অর্থঃ -"এই সনদে মুহাম্মাদ ইবনু আশরাস অজ্ঞাত পরিচালক, মাতরুক রাবী আছেন।" (তাহের পাটনী, তাযকিরাতুল মাওছদুআত, ৪০ পৃ.) আমি বলি, এটি তার একক সিদ্ধান্ত, তিনি এমন কোন বিখ্যাত আসমাউর রিজালবিদ হয়ে যাননি তার কথা অন্ধভাবে মানতে হবে। ইমাম সামসুদ্দীন যাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি উনাদের চাইতে সে বড় কেউ নয়। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি উল্লেখ করেন-

عَنْ شُعْبَةَ. فَالْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيْدُ مِنْ ثِقَاتِ الْخُرَاسَانِيِّيْنَ. لَا يَحْتَمِلُ هٰذَا.

قَالَ اَبُوْ الْفَضْلُ السُّلَيْمَانِيْ: وَمُحَمَّدُ بْنُ اَشْرَسْ لَا بَأْسَ بِهِ.

অর্থঃ -"তিনি ইমাম শুবা রহমাতুল্লাহি আলাইহি হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন বিখ্যাত মুহাদ্দিস আবুল ফযল সুলাইমানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু আসরাস এর হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।" (**দলীলঃ** যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/৪৮৬পৃ. ক্রমিক, ৭২৪৬, যাহাবী, তারিখুল ইসলামী, ৬/৩৯৫পৃ. ক্রমিক- ৩৮৯,ইবনে হাজার, লিসানুল মিযান,৬/৫৭৮পৃ. ক্রমিক. ৫৬১৪) তাই প্রমাণিত হল এই হাদিসটি 'হাসান' পর্যায়ের তাতে কোন সন্দেহ নেই।

হাদীস নং. ০৭ঃ প্রথম সূত্রঃ ইমাম তাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি সহ এক জামাত ইমামগণ হযরত জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণনা করেছেন-

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ اِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْاِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ.

অর্থ : নবী করিম ﷺ ইরশাদ করেন, যার ইমাম আছে, ইমামের তিলাওয়াতই তার তিলাওয়াত।" (**দলীলঃ** শরহে মায়ানিল আছার ১/২১৭ পৃষ্ঠা

হাদিস নং ১২৯৪) এই হাদিসটির একাধিক সূত্র রয়েছে। ইমাম আবু নুয়াইম ইসপাহানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন- এই হাদিসটি মশহুর। (হিলইয়াতুল আউলিয়া ৭/৩৩৪ পৃষ্ঠা)

আহলে হাদিস দাবীদারদের ইমাম আলবানী এই হাদিসটিকে তার একাধিক গ্রন্থে 'হাসান' বলেছেন। (সহিহুল জামে ২/১১০৬ পৃষ্ঠা হাদিস নং ৬৪৮৭, সহিহুল ইবনে মাজাহ হাদিস নং ৮৫০)

আলবানী এ হাদিসটি প্রসঙ্গে তার আরেকটি গ্রন্থে লিখেছেন-

وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عِنْدَنَا لَهُ طُرُقٌ كَثِيْرَةٌ جِدًّا

অর্থঃ -"এই হাদিসটি সহীহ, কেননা এটি অনেক সূত্রেবর্ণিত।" (আলবানীর সিলসিলাতুল আহাদিসিদ দ্বঈফাহ ২/৫৮ হাদিস নং ৫৯১)

আহলে হাদিস দাবীদার ওহাবী আসাদুল্লাহ আল-গালিব তার লিখিত 'ছালাতুর রাসূল ﷺ' গ্রন্থেও ৯৩- ৯৪ পৃষ্ঠায় এই হাদিসটিকে আলবানীর সিদ্ধান্ত ভাল লাগেনি বলে এটিকে সে যঈফ বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন (তার গ্রন্থের ৩৬৭ নং টীকা দেখুন)। তবে দলের মুরুব্বীর সব মেনে সুবিধামত একটা মত নফসের গুলামীতে না মানা গোড়া কাটা গাছের মতই হয়েছে গালিব সাহেব)

দ্বিতীয় সূত্রঃ হযরত জাবের رضي الله عنه এর সকল সূত্রের দুবর্লতার জবাবে আমি এমন একটি সূত্র উল্লেখ করেছি যা ইমাম আবু ইউসুফ রহমাতুল্লাহি আলাইহি সংকলন করেছেন। যেমন-

عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ ، عَنْ مُوْسَى بْنِ اَبِيْ عَائِشَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ اَبِي الْوَلِيْدِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه

অর্থ : -"তিনি তার পিতা থেকে তিনি ইমাম আযম রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে তিনি মূসা ইবনে আবি আয়েশা তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ ইবনিল হাদী থেকে তিনি আবিল ওয়ালিদ থেকে তিনি সাহাবী জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ رضي الله عنه হতে।" (আবু ইউসুফ, কিতাবুল আছার ১/২৩ পৃষ্ঠা হাদিস নং ১১৩)

এই সনদে কোন আপত্তিকর রাবী নেই। ইমাম আযম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর হাদিস শাস্ত্রে গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে "তাফসিরে মুহাম্মদ আশরাফ সিদ্দিকী" ও "ফতওয়ায়ে মুহাম্মদ আশরাফ সিদ্দিকী"তে আলোকপাত করেছি; পাঠকবৃন্দের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল। তাই এই সনদ উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি না।

তৃতীয় সূত্রঃ ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صالِحٍ، عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كُلُّ مَنْ كَانَ لَهُ اِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ

অর্থঃ -"হযরত জাবের رضي الله عنه হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, প্রত্যেক মুক্তাদির ক্বিরাতই ইমামের ক্বিরাত।" (মুসান্নাফে আবী শায়বা ১/৩৩১ পৃষ্ঠা হাদিস নং ৩৮০২)

রাবী হাসান ইবনে সালেহ সম্পর্কে আমাদের কোন কোন আহলে হাদিস দাবীদার শায়খ সমালোচনা করতে চান, কিন্তু হাক্বিক্বত হচ্ছে তিনি সহীহ মুসলিমের নির্ভরযোগ্য রাবী, তাই তার বিরুদ্ধে সমালোচনা গ্রহণযোগ্য না হয়ে তারা নিজেরাই পঁচে গিয়েছে। ইমাম যাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার সম্পর্কে কোন কোন ইমাম নির্ভরযোগ্য বলেছেন তা এভাবে লিখেন-

وَرَوَى: ابْنُ اَبِي خَيْثَمَةَ، عَنْ يَحْيَ: ثِقَةٌ.

وَرَوَى: اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الجُنَيْدِ، عَنْ يَحْيَ: ثِقَةٌ، مَأْمُوْنٌ

وَرَوَى: اَحْمَدُ بْنُ اَبِي مَرْيَمَ، عَنْ يَحْيَ: ثِقَةٌ، مُسْتَقِيْمُ الحَدِيْثِ

وَرَوَى: عَبَّاسٌ، عَنْ يَحْيَ: يُكْتَبُ رَأْيُ الحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، وَالاَوْزَاعِيُّ، هَؤُلَاءِ ثِقَاتٌ

وَرَوَى: عُثْمَانُ بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ يَحْيَ، قَالَ: ابْنَا صَالِحٍ ثِقَتَانِ، مَأْمُوْنَانِ

وَقَالَ اَبُوْ زُرْعَةَ: اِجْتَمَعَ فِي حَسَنٍ اِتْقَانٌ، وَفِقْهٌ، وَعِبَادَةٌ، وَزُهْدٌ.

وَقَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ: ثِقَةٌ، حَافِظٌ، مُتْقِنٌ.

وَقَالَ النَّسَائِيُّ: ثِقَةٌ.

সবাই বলেছেন অর্থাৎ হাসান ইবনে সালেহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি তিনি একজন সেকাহ্ তথা বিশ্বস্ত রাবী। (ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৭/৩৬৭ পৃ. ক্রমিক, ১৩৪) আলোচনায় তার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে;

পাঠকবৃন্দের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল। এ হাদিসটির আরও একাধিক সূত্র রয়েছে।

চতুর্থ সূত্র: ইমাম তাবরানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি সংকলন করেন-

عَنْ النَّضْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، ثَنَا الحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هَارُوْنَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

অর্থ: -"হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, যার ইমাম আছে, ইমামের কিরাতই তার কিরাত।"(মু'জামুল আওসাত ৭/৩০৮ পৃষ্ঠা হাদিস নং ৭৫৭৯) এ শব্দে হাদিসটি এগারোটি সূত্র রয়েছে, সবগুলো সূত্র জানতে "তাফসিরে মুহাম্মদ আশরাফ সিদ্দিকী" ও "ফতওয়ায়ে মুহাম্মদ আশরাফ সিদ্দিকী" দেখুন।

হাদিস নং- ০৮ : ইমাম খতিবে বাগদাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি সংকলন করেন-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ...... فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : مَا لِيْ أُنَازَعُ الْقُرْآنَ؟ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلْيَصْمُتْ، فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ لَهُ قِرَاءَةٌ، وَصَلَاتَهُ لَهُ صَلَاةٌ

অর্থ : -"হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি কি তোমাদের সাথে টানা হেঁচড়া করবো? যখন তোমরা ইমামের পিছনে থাকবে তখন তোমরা চুপ থাকবে: কেননা তার কেরাতই তোমাদের কিরাত; তার নামাযই তোমাদের নামায।" (খতীবে বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ ১৩/৩৬৭ পৃষ্ঠা ক্রমিক নং ৩৯৩৮)

হাদীস নং- ০৯: ইমাম তাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ . ثُمَّ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ : أَتَقْرَءُوْنَ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ . فَسَكَتُوْا فَسَأَلَهُمْ ثَلَاثًا فَقَالُوْا إِنَّا لَنَفْعَلُ . قَالَ : فَلَا تَفْعَلُوْا

অর্থ: -"হযরত আনাস ﷺ বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায পড়ালেন। এরপর তিনি সাহাবায়ে কেরামের দিকে ফিরে বললেন, ইমামের ক্বিরাআতের সময় তোমরাও কি তিলাওয়াত করো? সাহাবায়ে কেরাম চুপ থাকলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ প্রশ্ন তিনবার করলেন। অতঃপর সাহাবায়ে কেরাম উত্তর দিলেন হ্যাঁ আমরা তা করি। রাসূলে করীম ﷺ বললেন, তোমরা তা করো না।" (অর্থাৎ তোমরা ইমামের পিছনে তিলাওয়াত করবে না।) (শরহে মায়ানিল আছার ১/২১৭ পৃষ্ঠা)

হাদিস নং. ১০: ইমাম আব্দুর রায্যাক রহমাতুল্লাহি আলাইহি সংকলন করেন-

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ

অর্থ :-"যায়েদ বিন আসলাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি তিনি তার পিতা থেকে তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইমামের পিছনে কিরাত পড়তে নিষেধ করতেন।" (ইমাম আব্দুর রাজ্জাক, আল মুসান্নাফ ২/১৩৮ পৃষ্ঠা ২৮১০ নং হাদিস) যায়েদ বিন আসলাম ছিলেন হযরত উমর ﷺ এর গোলাম। (তারিখুল ইসলাম, ৪/৯০৪ পৃষ্ঠা ক্রমিক নং ২০১, আল কামিল, ৪/১৬৮ পৃস্ঠা ক্রমিক নং ৭০৫) তার হাদিস 'হাসান' পর্যায়ের। ইমাম যাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন- وَفِيْهِمْ لِيْنٌ অর্থ : -"সে হাদিস বর্ণনায় কিছুটা নরম প্রকৃতির।" (সিয়ারু আলামিন নুবালা ৮/৩৪৯ পৃষ্ঠা ক্রমিক নং ৯৪) তবে ইমাম ইবনে হিব্বান রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন। (কিতাবুস সিকাত, ৮/৩৪৫ পৃষ্ঠা ক্রমিক নং ১৩৮০০)

হাদিস নং- ১১.: ইমাম আহমদ , তাবরানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি সংকলন করেন-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ. اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ. قَالَ: هَلْ قَرَأَ اَحَدٌ مِنْكُمْ مَعِيَ آنِفًا قَالُوْا: نَعَمْ قَالَ: اِنِّيْ اَقُوْلُ مَا لِيْ اُنَازِعُ الْقُرْآنَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَهُ حِيْنَ قَالَ ذٰلِكَ

অর্থ: -"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুহাইনা رضي الله عنه তিনি রাসূল ﷺ উনার সাহাবী থেকে তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এক নামায থেকে অবসর হয়ে বললেন তোমাদের কেউ আমার সাথে ক্বিরাত পড়তেছ? তাদের মধ্যে কেউ বললেন হ্যাঁ, রাসূল ﷺ বললেন আমি তোমাদের সাথে কুরআন নিয়ে ঝগড়া করতে চাই না। অতঃপর এ কথা শুনার পর সাহাবীরা সকলেই ইমামের সাথে ক্বিরআত পড়া হতে বিরত থাকলেন।" (মুসনাদে আহমদ ৮/১১৯ পৃষ্ঠা ৭৯৯৪ নং হাদিস, মু'জামুল কাবীর ২২/৬৫ পৃষ্ঠা ১৫৮ নং হাদিস, মু'জামুল আওসাত ৭/১৯৪ পৃষ্ঠা ৭২৫১ নং হাদিস, মাযমাউয যাওয়ায়েদ ২/১০৯ পৃষ্ঠা ২৬৩৯ নং হাদিস)

এ হাদিসটির সনদ প্রসঙ্গে ইমাম হাইছামী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ

অর্থ: -"ইমাম আহমদ তার মুসনাদে ইমাম তাবরানী তার মু'জামুল কাবীর এবং মু'জামুল আওসাত গ্রন্থে সংকলন করেছেন আর আহমদের সমস্ত রাবী বিশুদ্ধ।" (মাযমাউয যাওয়ায়েদ ২/১১০ পৃষ্ঠা ২৬৩৯ নং হাদিস) ইমাম বায্যার রহমাতুল্লাহি আলাইহি এ সাহাবী হতে আরেকটি সূত্র জেহরী সালাত হিসেবে সংকলন করেছেন। (মুসনাদে বাযযার ৬/২৯২ পৃষ্ঠা ২৩১৩ নং হাদিস, মু'জামুল আওসাত, মাযমাউয যাওয়ায়েদ ২/১১০ পৃষ্ঠা ২৬৪১ নং হাদিস) এ সনদ সম্পর্কে ইমাম হাইছামী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন- وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ অর্থ: "এ হাদিসের সমস্ত রাবী সহিহ বুখারীর ন্যায়।" (মাযমাউয যাওয়ায়েদ ২/১১০ পৃষ্ঠা ২৬৪১ নং হাদিস)

হাদিস নং. ১২: আহলে হাদিস দাবীদার বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় ফেতনাবাজ ওহাবী মুযাফ্ফর বিন মুহসিন সাহের তার গ্রন্থে ২৩৬ পৃষ্ঠায় নিম্নের এই হাদিস বর্ণনা করে ভেংচি কাটার চেষ্টা করে হাদিস অস্বীকারের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছে।

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: أَدْرَكْتُ سَبْعِينَ بَدْرِيًّا كُلُّهُمْ يَمْنَعُوْنَ الْمُقْتَدِيَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ

অর্থ: -"ইমাম শা'বী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি ৭০ জন বদরী সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছি তারা প্রত্যেকেই ইমামের পিছনে ক্বিরা'আত পড়তে নিষেধ করতেন।" (তাফসীরে রুহুল মাআনী ৫/১৪২ পৃষ্ঠা সুরা আ'রাফ, দারুল কুতুব ইসলামিয়াহ, বয়রুত, লেবানন)

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ। এ হাদিসের রাবী ইমাম শা'বী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন ৫০০ শত সাহাবীর দর্শন লাভকারী। ইমাম শা'বী রহমাতুল্লাহি আলাইহি রাসূল ﷺ থেকে আরেকটি মুরসাল সূত্র এ বর্ণনার শাওয়াহেদ থাকায় এই হাদিসটি সহীহ বলে প্রতিয়মান হয়। ইমাম দারেকুত্নী রহমাতুল্লাহি আলাইহি সংকলন করেন এভাবে-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسَاعِيْلَ الْحَسَّانِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : لَا قِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ

অর্থ: -"তাবেয়ী ইমাম শা'বী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, ইমামের পিছনে কোন ক্বিরাত নেই।" (ইমাম দারাকুত্নী, আস-সুনান ২/১২০ পৃষ্ঠা ১২৪৭ নং হাদিস) ইমাম দারাকুতনী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এ হাদিস সম্পর্কে বলেন هَذَا مُرْسَلٌ অর্থ: এটি মুরসাল। (ইমাম দারাকুত্নী, আস-সুনান ২/১২০ পৃষ্ঠা ১২৪৭ নং হাদিস) এছাড়া আর কোন সমালোচনা করেননি। ইমাম যাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইমাম শা'বী রহমাতুল্লাহি আলাইহি -এর মুরসাল সম্পর্কে লিখেছেন-

قَالَ اَحْمَدُ الْعِجْلِي مُرْسَلُ الشَّبِي صَحِيْحٌ لَا يَكَادُ يَرْسِلُ اِلَّا صَحِيْحًا.

অর্থ: -"ইমাম আহমাদ ইজলী রহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত. ২৬১হি.) বলেন, ইমাম শা'বী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মুরসাল হাদিস সহীহ। তিনি সহীহ না হলে এরসাল করতেন না।" (তাযকিরাতুল হুফফাজ ১/৬৪ পৃষ্ঠা ক্রমিক নং ৭৬)

হাদিস নং- ১৩: হযরত আলী رضي الله عنه **হতে বর্ণিত আছে-**

قَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه : مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَى الْفِطْرَةِ.

অর্থ: "যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে তিলাওয়াত করবে, সে (স্বাভাবিক) সঠিক নিয়মের উপর নেই।" (শরহে মা'আনীল আছার ১/২১৯ পৃষ্ঠা, মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক ২/১৩৮ পৃষ্ঠা ২৮০৪ নং হাদিস, মুসান্নাফ লি আবি শায়বাহ ১/৩৩০ পৃষ্ঠা ৩৭৮১ নং হাদিস, তাফসিরে দুররে মানসুর ৩/৬৩৪ পৃষ্ঠা)

আল্লামা তুরকামানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

وَقَالَ صَاحِبُ التَّمْهِيْدُ ثَبَتَ عَنْ عَلِى

অর্থ: -"তামহীদ প্রণেতা ইমাম ইবনুল বার্ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এই সনদটি দৃঢ়। " (জাওয়াহিরুন নকী ২/ ১৬৯ পৃষ্ঠা)

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

وَقَالَ صَاحِبُ التَّمْهِيْدُ ثَبَتَ عَنْ عَلِى

অর্থ: -"ইমাম ইবনুল বার্ রহমাতুল্লাহি আলাইহি তামহীদ গ্রন্থে হযরত আলী ﷺ এর বর্ণিত হাদিসকে দৃঢ় বলেছেন।" (উমদাদুল ক্বারী ৬/১৩ পৃষ্ঠা, শরহে সুনানি আবি দাউদ ৩/৫০২ পৃষ্ঠা)

হাদিস নং- ১৪: ইমাম দারেকুত্নী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আলী ﷺ হতে বর্ণনা করেন-

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ : اَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ اَوْ اَنْصِتُ؟ قَالَ بَلْ اَنْصِتْ فَاِنَّهُ يَكْفِيْكَ.

অর্থ: -"হযরত আলী ﷺ বলেন, এক ব্যাক্তি হুযুর ﷺ উনার কাছে প্রশ্ন করলো, আমি কি ইমামের পিছনে তিলাওয়াত করবো না চুপ থাকবো? রাসূল ﷺ বললেন, বরং চুপ থাকবে আর এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট।।" (ইমাম দারাকুতনী, আস-সুনান ২/১২০ পৃষ্ঠা ১২৪৮ নং হাদিস)

হাদিস নং- ১৫: ইমাম আব্দুর রায্যাক রহমাতুল্লাহি আলাইহি একটি সূত্রে তিনটি হাদিস সংকলন করেন-

عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: مَنْ قَرَأَ مَعَ الْاِمَامِ فَلَيْسَ عَلَى الْفِطْرَةِ. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ: ((مُلِئَ فُوْهُ تُرَابًا)) قَالَ: وَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: وَدِدْتُ اَنَّ الَّذِيْ يَقْرَأُ خَلْفَ الْاِمَامِ فِيْ فِيْهِ حَجَرٌ

অর্থ: -"তিনি দাউদ ইবনে কায়েস রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে তিনি মুহাম্মদ বিন আজলান রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে তিনি বলেন, হযরত আলী ﷺ

বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে তিলাওয়াত করবে, সে নিয়মের উপর নেই। এমনিভাবে (এই সনদেই) (২) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﵁ হতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, যে ইমামের পিছনে ক্বিরাত পড়ে তার মুখ যদি মাটিতে ভরে যেত। (৩) এবং হযরত উমর ﵁ থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেছেন, যে ইমামের পিছনে ক্বিরাত পড়ে তার মুখে যদি পাথর ভরা হতো।।" (ইমাম আব্দুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ ২/১৩৮ পৃষ্ঠা ২৮০৬ নং হাদিস)

হাদিস নং- ১৬: ইমাম ইবনে হিব্বান রহমাতুল্লাহি আলাইহি সংকলন করেন-

وَرَوَى عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِيْنٍ عَنْ سُفْيَان عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الإِمَامِ مُلِئَ فُوْهُ نَارًا

অর্থ: -"ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন তিনি সুফিয়ান সাওড়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে তিনি ইমাম জুহুরী তিনি বলেন যে হযরত আনাস বিন মালিক ﵁ বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, যে ইমামের পিছনে তিলাওয়াত করবে, তার মুখ আগুনে ভরে যাক।" (ইবনে হিব্বান- মাজরুহীন ৩/৪৬ পৃষ্ঠা ক্রমিক নং ১১০০)

হাদিস নং. ১৭: ইমাম তাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে একটি বর্ণনা এরুপ রয়েছে-

عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : أَنْصِتْ لِلْقِرَاءَةِ فَإِنَّ فِيْ الصَّلَاةِ شُغْلًا ، وَسَيَكْفِيْكَ ذٰلِكَ الْإِمَامُ

অর্থ: -"ইবনে মাসউদ ﵁ বলেন, ইমাম কিরাত পড়ার সময় চুপ থেকো, কেননা ইমাম নামাযে তার জন্য ব্যস্ত থাকেন এবং তাই তার ক্বিরাতই তোমাদের জন্য যথেষ্ট।"(শরহে মা'আনীল আছার ১/২১৯ পৃষ্ঠা ১৩০৭ নং হাদিস) ইমাম তাহাভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এ হাদিসটির আরও দুটি সূত্র সংকলন করেন। (শরহে মা'আনীল আছার ১/২১৯ পৃষ্ঠা ১৩০৮-১৩০৯ নং হাদিস)

হাদিস নং. ১৮: ইমাম আবি শায়বাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُوْرٍ ، عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ اِلَى عَبْدِ اللّٰهِ ، فَقَالَ: اَقْرَأُ خَلْفَ الْاِمَامِ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ : اِنَّ فِيْ الصَّلَاةِ شُغْلًا ، وَسَيَكْفِيْكَ ذٰلِكَ الْاِمَامُ

অর্থ: -"তাবেয়ী আবু ওয়ায়েল রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﵁ এর কাছে একজন ব্যক্তি আসলেন, তিনি তাকে বললেন আমরা কি ইমামের পিছনে ক্বিরাত পড়বো? অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﵁ বলেন, নামাযে গভীর ধ্যান ও মনযোগ দিতে হয়। ওটার জন্য ইমামই তোমাদের জন্য যথেষ্ট।" (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ ১/৩৩০ পৃষ্ঠা ৩৭৮০ নং হাদিস)

হাদিস নং. ১৯: ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَسَدِيُّ، عَنْ يُوْنُسَ، عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ ، عَنْ اَبِيْ الْاَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ: كُنَّا نَقْرَأُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: خَلَطْتُمْ عَلَيَّ الْقُرْاٰنَ

অর্থ: -"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল ﷺ উনার পিছনে ক্বিরাত পড়তাম। অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন, আমি কি কুরআন নিয়ে ঝগড়া করবো?।" (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ ১/৩৩০ পৃষ্ঠা ৩৭৭৮ নং হাদিস)

হাদিস নং. ২০: ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও আব্দুর রায্যক রহমাতুল্লাহি আলাইহি হাদিসটি সংকলন করেন এভাবে-

عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَصْبَهَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ لَيْلَى قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ: مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْاِمَامِ فَقَدْ اَخْطَأَ الْفِطْرَةَ.

অর্থ: -"হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবি লাইলা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি হযরত আলী ﵁ কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে তিলাওয়াত

করবে, সে ভুল ফিত্‌রাত বা স্বভাবের উপর রয়েছে।" (মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক ২/১৩৮ পৃষ্ঠা ২৮০৬ নং হাদিস, মুসান্নাফ লি আবি শায়বাহ ১/৩৩০ পৃষ্ঠা ৩৭৮১ নং হাদিস, তাফসিরে দুর্‌রে মানসুর ৩/৬৩৪ পৃষ্ঠা)

তাই প্রমাণিত হল হযরত আলী ﵁ এর ছাত্র সিকাহ বা বিশ্বস্ত ছিলেন।

হাদিস নং. ২১:

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ اِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: لَا قِرَاءَةَ خَلْفَ الْاِمَامِ

অর্থ: -" আতা বিন ইয়াসার রহমাতুল্লাহি আলাইহি তিনি নবীজির ﷺ উনার পালক পুত্র যায়েদ বিন সাবেত ﵁ থেকে তিনি বলেন, ইমামের পিছনে কোন ক্বিরাত নেই।" (মুসান্নাফ লি আবি শায়বাহ ১/৩৩১ পৃষ্ঠা ৩৭৮৩ নং হাদিস)

হাদিস নং. ২২: ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন-

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيّيَةَ، عَنْ اَيُّوْبَ ، عَنْ نَافِعٍ، وَاَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: تَكْفِيْكَ قِرَاءَةُ الْاِمَامِ

অর্থ: -"হযরত উমর ﵁ বলেন, ইমামের কিরাতই মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট।" (মুসান্নাফ লি আবি শায়বাহ ১/৩৩১ পৃষ্ঠা ৩৭৮৪ নং হাদিস) এই সনদটিও সহীহ।

হাদিস নং. ২৩: ইমাম তাহাভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি সংকলন করেন–

عَنْ اَبِيْ حَمْزَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ اَاَقْرَأُ وَالْاِمَامُ بَيْنَ يَدَيَّ. فَقَالَ: لَا

অর্থ: -"আবি হামযা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি মুজতাহিদ ফকিহ, রঈসুল মুফাসসিরীন সাহাবী ইবনে আব্বাস ﵁ কে জিজ্ঞাসা করলাম আমার সামনে ইমাম থাকা অবস্থায় কী কিরাত পড়ব? তিনি বললেন, না।" (ইমাম তাহাভী শরহে মা'আনীল আছার ১/২২০ পৃষ্ঠা ১৩১৬ নং হাদিস, আছারুছ ছুনান ১১৬ পৃষ্ঠা)

হাদিস নং. ২৪: ইমাম আবি শায়বাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন-

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ اَبِيْ هَارُوْنَ قَالَ : سَأَلْتُ اَبَا سَعِيْدٍ ، عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْاِمَامِ ، فَقَالَ : يَكْفِيْكَ ذَاكَ الْاِمَامُ

অর্থঃ -"হযরত আবু হারুন রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আবু সাঈদ رضي الله عنه কে ইমামের পিছনে কিরাত প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, ইমামের কিরাতই মুক্তাদির জন্য যথেষ্ট।" (মুসান্নাফ লি আবি শায়বাহ ১/৩৩১ পৃষ্ঠা ৩৭৯১ নং হাদিস)

হাদিস নং. ২৫ঃ ইমাম আবি শায়বাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন-

حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَا يُقْرَأُ خَلْفَ الْاِمَامِ

অর্থঃ -"হযরত জাবের رضي الله عنه বলেন, ইমামের পিছনে কোন ক্বিরাত পড়বে না ।" (মুসান্নাফ লি আবি শায়বাহ ১/৩৩১ পৃষ্ঠা ৩৭৮৬ নং হাদিস) এই সনদটিও সহীহ।

হাদিস নং. ২৬ঃ ইমাম দারাকুত্নী রহমাতুল্লাহি আলাইহি সংকলন করেন-

غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيْعِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيْعِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ : اَقْرَأُ خَلْفَ الْاِمَامِ اَوْ اَنْصِتُ؟ قَالَ : بَلْ اَنْصِتْ فَاِنَّهُ يَكْفِيْكَ

অর্থঃ হযরত হারেস রহমাতুল্লাহি আলাইহি তিনি হযরত আলী رضي الله عنه হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করলেন আমি কি ইমামের পিছনে থাকা অবস্থায় কিরাত পড়বো না চুপ থাকবো? রাসূল ﷺ বললেন, বরং তুমি চুপ থাকবে; নিশ্চয় তার ক্বিরাত তোমার জন্য যথেষ্ট"। (ইমাম দারাকুত্নী ২/১২০ পৃষ্ঠা ১২৪৮ নং হাদিস)

সনদ পর্যালোচনাঃ আমাদের কোন কোন আহলে হাদিস দাবীদার ওহাবী শায়খগণ ইমাম দারাকুত্নীর বরাতে বলেন, এ সনদের অন্যতম রাবী গাস্সান দুর্বল। আমি বলি, এই হাদিসটির মান কমপক্ষে 'হাসান' পর্যায়ের। কেননা ইমাম যাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ই দারাকুতনী রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে উল্লেখ

করেছেন-قال. مَرَّةً: صَالِحٌ, অর্থ: -"ইমাম দারাকুতনী রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি বলেছেন, গাস্‌সান হাদিস বর্ণনায় একজন সৎ ব্যক্তি ছিলেন।" (মিযানুল ইতিদাল ৩/৩৩৪ পৃষ্ঠা ক্রমিক নং ৬৬৫৯, তারিখে বাগদাদী ১২/৩২৭ পৃষ্ঠা ক্রমিক ৬৭৭০, ইমাম যাহাবী তারিখুল ইসলাম ৫/৬৫২ ক্রমিক ৩২৪) তাই ইমাম দারাকুতনীর রায় সন্দেহাতীত। ইমাম যাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি আরও উল্লেখ করেন-

وَكَانَ شَيْخًا نَّبِيْلًا صَالِحًا وَّرِعًا

-"তিনি ছিলেন হাদিসের শায়খ, মেধাবী, সৎ ব্যক্তি, দুনিয়াবিমুখ।" (তারিখুল ইসলাম ৫/৬৫২ পৃষ্ঠা ক্রমিক নং ৩২৪) ইমাম ইবনে হিব্বান তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন।(কিতাবুস সিকাত ৯/২ পৃষ্ঠা ক্রমিক ১৪৮৫০)

এ বিষয়ে আহলে হাদিস দাবীদার ওহাবী শায়খদের ধোঁকার জবাব

ইমামের পিছনে কিরাত প্রসঙ্গে তাদের পক্ষে এই বিষয়ক দুটি হাদিস দলিল হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন। ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম তিরমিযি রহমাতুল্লাহি আলাইহি সহ আরও অনেক সংকলন করেন-

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

অর্থ: -"হযরত উবায়দা ইবনে সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, যে নামাযে সূরা ফাতেহা পড়বে না তার নামায হবে না।" (সহীহ বুখারী, হা/৭৫৬, সুনানে তিরমিযি, হা/২৪৭)

প্রতিউত্তর: প্রথমত, আহলে হাদিসরা এই হাদিসের অর্থই বুঝেননি। এখানে নামায হবে না বলতে পরিপূর্ণতা হবে না বুঝিয়েছেন। এ হাদীসের অর্থ এমানভাবে করতে হবে যাতে কুরআন ও হাদীসের মধ্যে কোন বৈপরীত্য না থাকে। হাদিসগুলোকে পরস্পর বিশ্লেষণ করলে কোন বিরোধই থাকে না। আর তাহলো لَاصَلَاةَ এর لَا টি হলো لانفى جنس যার ইসম হলো صلوةً আর খবর টি লুকায়িত। ইমাম মানাভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এ হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেন- أي كاملة এর অর্থ হলো সূরা ফাতিহা ছাড়া নামায পরিপূর্ণ হবে না।" (মানাভী-ফয়যুল

কাদির ৬/৪২৯ পৃষ্ঠা হাদিস নং ৯৮৯৪) আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেন-

(عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا صَلَاةَ) أَيْ: كَامِلَةً

অর্থঃ -" নামায হবে না মানে কামিল বা পরিপূর্ণ হবে না।" মেরকাত ২/৬৮২ পৃষ্ঠা হাদিস নং ৮২২) সাধারণত যে কোন ক্বিরাআত কুরআনের হুকুম মতে ফরয আর সূরা ফাতিহা হাদীসের হুকুম অনুযায়ী ওয়াজিব। অন্য বর্ণনায় রয়েছে হযরত জাবের رضي الله عنه এবং মা আয়েশা رضي الله عنها হতে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ

অর্থঃ -"নবীজী ﷺ বলেছেন, আর মসজিদের কাছে থাকা ব্যক্তির জন্য মসজিদ ছাড়া নামায হবে না " (ইমাম দারাকুতনী, আস-সুনান, ২/২৯২পৃ. হা/১৫৫২, ইমাম ইবনে হিব্বান, আল-মাজরুহীন, ২/৯৩পৃ. ক্রমিক. ৬৫৮) এই হাদিসটির সনদ 'হাসান' পর্যায়ের, এ বিষয়ে "তাফসীরে মুহাম্মাদ আশরাফ সিদ্দীকী" ও "ফতওয়ায়ে মুহাম্মাদ আশরাফ সিদ্দীকী" হাজার হাজার পৃষ্ঠা বিশিষ্ট আমার লিখা কিতাব দেখুন, পাঠকবৃন্দের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল। তাহলে কী এই হাদিসের বাহ্যিক থেকে আমরা বুঝি মসজিদ ছাড়া নামায হবে না? না পরিপূর্ণ হবে না বুঝি?

দ্বিতীয়ত. পৃথিবীর সিংহভাগ ফকিহগণ এটি ব্যাখ্যা করেছেন যে এটি একক নামাযীর ক্ষেত্রে বলা হয়েছে। কেননা হাদিস প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে ফকিহগণই ভাল বুঝেন। ইমাম তিরমিযি রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার সুনানে একস্থানে লিখেন-

وَكَذٰلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِي الْحَدِيْثِ

অর্থঃ -"ফকিহগণ এ রকম বলেছেন এবং তারা হাদিসের অর্থ বেশী অবগত।" (সুনানে তিরমিযি, ৩/৩০৬পৃ. হা/৯৯০, জানাযা অধ্যায়) এবার আমরা দেখবো এই হাদিসের বিষয়ে ফকিহগণ কী বলেছেন। ইমাম তিরমিযি রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই হাদিসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন-

قَالَ اَحْمَدُ: فَهٰذَا رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ تَاَوَّلَ النَّبِيِّ ﷺ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اَنَّ هٰذَا اِذَا كَانَ وَحْدَهُ

অর্থ: -"ইমাম আহমাদ (যিনি ৬ লক্ষেরও বেশী হাদিসের হাফেয ছিলেন) রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, রাসূল ﷺ উনার বাণী 'যে নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ করবে না তার নামায হবে না ' এর মমার্থ হল, এটি একক নামাযীর জন্য।" (সুনানে তিরমিযি, ২/১২১পৃ. হা/৩১৩, জানাযা অধ্যায়) বিখ্যাত হাদিসের ও ফিকহের ইমাম আবু দাউদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই হাদিসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন-

قَالَ سُفْيَانُ: لِمَنْ يُصَلِّي وَحدَهُ

অর্থ: -"আমিরুল মুমিনীন ফিল হাদিস ইমাম সুফিয়ান রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এটি একক নামাযীর ক্ষেত্রে নবীজী ﷺ বলেছেন।" (সুনানে আবি দাউদ, ১/২১৭ পৃ. হা/৮২২)

তৃতীয়ত. এটির সনদ সহীহ হলেও এটি বর্ণনার দিক থেকে গরীব। কারণ এই হাদিসটি উক্ত সাহাবী ছাড়া এই শব্দে অন্য কোন সাহাবী বর্ণনা করেননি। সনদ সহীহ হলেও বর্ণনার দিক থেকে যিনি একক হওয়ায় মশহুর বর্ণনার বিপরীত হওয়ায় এর উপর আমল করা বৈধ নয়।

চতুর্থতম. অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ এটিকে এই (خِدَاجٌ) শব্দে অর্থৎ অপরিপূর্ণ হবে মর্মে বর্ণনা করেছেন। যেমনঃ ইমাম আবু দাউদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি সহ আরও অরেকে সংকলন করেন-

هِشَامِ بْنِ زَهْرَةَ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ

مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ

অর্থ: -"হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, যে নামাযে উম্মুল কুরআন পাঠ করবে না আর সেই নামায (خِدَاجٌ) অপূর্ণাঙ্গ, সেটি অপূর্ণাঙ্গ, সেটি অপূর্ণাঙ্গ, সেটি (تَمَامٍ) পরিপর্ণতা নয়।" (সুনানে আবি দাউদ, ১/২১৬পৃ. হা/৮২১,সহীহ ইবনে খুযায়মা, হা/৫০২, সুনানে ইবনে মাযাহ, হা/৮৩৮,

মুসনাদে আহমদ, ১২/৩৬৯পৃ. হা/ ৭৪০৪, সুনানিল কোবরা লিল বায়হাক্বী,হা/১৩৬৫, সুনানে নাসাঈ, হা/৯০৯) আর এই শব্দে রয়েছে মা আয়েশা ﵂ হতে (সুনানে ইবনে মাযাহ, হা/৮৪০, ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, হা/৭৪২৬) , তাবেয়ী আমর ইবনে শুয়াইব রহমাতুল্লাহি আলাইহি তিনি তার পিতা হতে তিনি তার দাদা থেকে (সুনানে ইবনে মাযাহ, হা/৮৪১, মুসনাদে ইহমদ, ১১/৫০৩পৃ. হা/৬৯০৩) হযরত আবু সাঈদ খুদরী ﵁ হতে (ইমাম তাবরানী , মু'জামুল আওসাত, ২/৭৮পৃ. হা/১৩০৬) হযরত মায়মুন ইবনে মেহরান রহমাতুল্লাহি আলাইহি তিনি তার পিতা হতে (ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, হা/৯২৬৮) এই একই শব্দে সংকলন করেন। তাই গরীব বর্ণনা মশহুর বর্ণনার মুকাবেলায় আমলযোগ্য নয়।

পঞ্চম. এই সাহাবী থেকেই এই হাদিসের আরেক বর্ণনায় রয়েছে যে নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া যেমন জরুরী তেমনি অন্য সূরা মিলানো ও জরুরী। মুসলিম শরীফে বর্ণিত-

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ السَّرْحِ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا

অর্থ: -"হযরত উবাইদা ইবনে ছামিত ﵁ হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ উনার হাদিস আমার কাছে পৌছেছে যে, তিান বলেছেন, তার নামায হবে না, যে সূরা ফাতিহা এবং তার সাথে অন্য কিছু (অন্য আয়াত) পড়বে না।" (সুনানে নাসাঈ ২/১৩৭ পৃষ্ঠা ৯১১ নং হাদিস, আবু দাউদ ১/২১৭ পৃষ্ঠা ৮২২ নং হাদিস) এই সনদটি সহীহ্ বুখারী মুসলিমের ন্যায় সহীহ। তাহলে তো (لَا) শব্দের হুকুম দুটি বিষয়ের উপরে বর্তানোর কথা হবে।

৬ষ্ঠ. গায়রে মুকাল্লিদরাও স্বীকার করে যে, মুক্বতাদী ইমামের পিছনে তিলাওয়াত করবে না। তাহলে সূরা ফাতিহাও তিলাওয়াত না করা চাই। কেননা অন্য সূরার ক্ষেত্রে যদি ইমামের পড়াই যথেষ্ট হয়, তাহলে সূরা ফাতিহার বেলায়ও ইমামের তিলাওয়াত যথেষ্ট হবে।

সপ্তম. যে ব্যক্তি রুকূতে গিয়ে ইমামের সাথে নামাযে শরীক হয়, সে পূর্ণ রাকআত পেয়ে যায়। যদি মুকতাদীর উপর সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরয হয়,

তাহলে তো যেই মুক্তাদি সূরা ফাতেহা পাঠ করতে পারলো না আপনাদের ফাতওয়ায় ঐ রাক'আত নামায তার হল না? ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি সহ আরও অনেকে সংকলন করেন-

عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ

অর্থঃ -"হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তিনি সাহাবী আবি বাকেরা رضي الله عنه হতে বর্ণনা করেন, তিনি নবী করীম ﷺ উনার কাছে এমন অবস্থায় পৌছলেন যে. রাসূল ﷺ তখন রুকুতে ছিলেন। ফলে কাতার পর্যন্ত পৌছার পূর্বেই তিনি রুকুতে চলে যান। এ ঘটনা নবী করীম ﷺ উনার কাছে ব্যক্ত করা হলে, তিনি বললেন, আল্লাহ তা'য়ালা তোমার আগ্রহকে আরও বৃদ্ধি করে দিন। তবে এরূপ আর কর না।" (বুখারী ১/১৫৬ পৃষ্ঠা ৭৮৩ নং হাদিস) উক্ত সাহাবী কাতারে পৌছার পূর্বে রাসূল ﷺ উনার সাথে রুকুতে শরীক হওয়ায় নবীজী এটি বললেন; কিন্তু রুকুতে শরীক হয়ে রাক'আতে অংশগ্রহণের নীরবতার কারণে ফক্বহীগণ এই হাদিসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ইমাম বদরুদ্দীন আইনী রহমাতুল্লাহি আলাইহি وَلَا تَعُدْ এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন-

قال السفاقسي عن الشافعي، يعني: لا تركع دون الصف

অর্থঃ -"ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,তোমরা কাতার ছাড়া রুকু কর না।" (উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী, ৬/৫৫পৃ.) ইমাম আবু দাউদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি সহ আরও অনেকে সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عُرُوبَةَ، عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ، حَدَّثَ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَنَبِيُّ اللَّهِ ﷺ رَاكِعٌ ، قَالَ: فَرَكَعْتُ دُونَ الصَّفِّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ

অর্থঃ -"হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, হযরত আবু বাকরা ﵁ থেকে বর্ণিত। একদা তিনি মসজিদে এসে নবী করিম ﷺ কে রুকুতে দেখে কাতারে শামিল না হয়ে রুকুতে যান। রুকু শেষ তিনি কাতারে শামিল হন। নামাযান্তে নবী করিম ﷺ বললেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি কাতারে শামিল হওয়ার পূর্বে রুকু করেছ অতঃপর সে কাতারে শামিল হয়েছ? আবু বাকরা ﵁ বললেন, আমি। নবী করিম ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'য়ালা তোমার আগ্রহকে বৃদ্ধি করুক! তবে এরূপ করো না।" (সুনানে আবি দাউদ ১/১৮২ পৃষ্ঠা ৬৮৩ নং হাদিস, স্বয়ং আলবানী সহীহ বলেছেন)

আপত্তি নং- ২: তিরমিযী শরীফে হযরত উবাদা বিন ছামিত ﵁ থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। যার শেষের দিকে কিছু শব্দ নিম্নরূপ-

قَالَ: اِنِّي اَرَاكُمْ تَقْرَءُوْنَ وَرَاءَ اِمَامِكُمْ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، اِيْ وَاللهِ، قَالَ: لَا تَفْعَلُوْا اِلَّا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ.

অর্থঃ -"হুযুর পাক ﷺ সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে বলেন- আমার ধারণা তোমরা ইমামের পিছনে তিলাওয়াত করো। আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমরা এটা কর না, তবে কেবল সূরা ফাতিহা পড়বে।" (সুনানে তিরমিযি ২/১১৬ পৃষ্ঠা ৩১১ নং হাদিস,ইমাম তিরমিযি হাদিসটি কে হাসান বলেছেন যদিও অনেক ইমাম হাদিসটিকে যইফ বলেছেন। এমনকি স্বয়ং আহলে হাদিস দাবীদারদের শায়খ আলবানী তিরমিযির তাহকীকে দ্বঈফ বলেছেন)

এ হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে ইমামের পিছনে মুক্তাদী সূরা ফাতিহা পড়বে, অন্য কোন সূরা পড়বে না। তাই আহলে হাদিসরা বলেন আমারাও এটাই বলে থাকি।

জনাবঃ প্রথমত. এই হাদিসটি অত্যন্ত যঈফ। ইমাম তিরমিযির সনদ দেখুন-

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُوْلٍ، عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ

অর্থ: -"হান্নাদ তিনি আবদাহ্ ইবনু সুলাইমান থেকে তিনি মুহাম্মদ বিন ইসহাক রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে তিনি মেকহুল শামী হতে তিনি মাহমুদ ইবনে রাবিঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহি হতে তিনি সাহাবী হযরত উবাদা বিন ছামিত ﵁ হতে।" (সুনানে তিরমিযি, হা/৩১১) আমাদের দৃষ্টিতে এই হাদিসটি মুনকার। আর আলবানীর দৃষ্টিতে এটি যঈফ। এজন্যই সে তিরমিযি তাহক্বীক্বে এটিকে যঈফ বলেছেন। এই সনদেও রাবী মুহাম্মদ বিন ইসহাক, যার বিষয়ে আমি জুম'আর ছানী আযান দরজায় দেওয়া প্রসঙ্গে 'প্রমাণিত হাদিস' ২য় খন্ডে উল্লেখ করেছি যে, তাঁর তাদলীসকৃত বর্ণনা দলিল হওয়ার উপযুক্ত নয়। অপরদিকে এখানে রাবী তাবেয়ী মেকহুল রহমাতুল্লাহি আলাইহি রয়েছেন, মুহাদ্দিসগণ ও আলবানীও তাঁর তাদলীসকৃত বর্ণনা দলিল হবে না বলে একমত।

অতএব কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াস এবং সাহাবীগণ ﵃ উনাদের ফতওয়া মোতাবেক একা নামাজ আদায় করতে সূরা ফাতেহা ইচ্ছা করে না পড়লে ওয়াজিব তরক তথা কবিরা গুনাহ্ হবে। ভুল করে ওয়াজিব তরক করলে সোহ সেজদা দিলে নামাজ হয়ে যাবে। আর ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়লে নামাজ বাতীল হবে। তাদের হাদিসের সাথেই আছে-

وَرَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَهٰذَا اَصَحُّ

অর্থ: -"এ হাদিসটি যুহরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মাহমুদ বিন রবী থেকে তিনি উবাদা ইবনে সামিত ﵁ থেকে বর্ণনা করেন। হযরত উবাদা বিন সামিত ﵁ বলেছেন, যে সূরা ফাতিহা পড়বে না, তার নামায হবে না এবং এ রিওয়াতটিই অধিক বিশুদ্ধ।" (সুনানে তিরমিযি ২/১১৬-১১৭ পৃষ্ঠা ৩১১ নং হাদিস) বুঝা গেল ঐ শব্দগুলোই অধিক বিশুদ্ধ, যেগুলোতে মুক্ব-তাদী ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ার কথা উল্লেখ নেই। তাই বুঝতে পারলাম যে সেই প্রথম হাদিসে একক নামাযী যখন নামায পড়বে তখন সূরা ফাতেহা না পড়লে নামায হবে না বুঝিয়েছেন।

আর ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা বা অন্য কিছু পড়লে সহীহ্ হাদিসের ভাষায় তাদেও মুখ মাটি দিয়ে বা পাথর দিয়ে ভরে দেওয়া তথা অভিশপ্ত বলা হয়েছে। আশা করি বুঝতে পেরেছেন, বুঝলে আল-হামদুলিল্লাহ্ শুকরিয়া করে সত্য পথে চলুন। না বুঝলে ফি-সাবিলিল্লাহ্। আল্লাহ পাক বিচার করবেন কে কয় নম্বর কোম্পানী? কারো উপরে জুলুম নেই। ইনশা-আল্লাহ্

হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দিক্বীয়া দরবার মসজিদে কু'বার মৌলিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

মহান আল্লাহ পাক উনার সন্তষ্টির পথে পরিচালিত করে ঈমান, নামাজ, রোযা, হজ্ব, যাকাত ও পর্দাসহ সত্তিকারের ইসলামে গ্রহণ যোগ্য হানাফী মাযহাব ভিত্তিক ও হক সুন্নতী তরিক্বত ভিত্তিক সকল সঠিক আমল আকিদা শিক্ষা দেয়া। আরএই সুন্নতি দরবারের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে ধর্মের লেবেলে কোনো জঙ্গিপনা, সন্ত্রাসীপনা করা যাবে না। দেশ, জাতী ও ইসলামের সামান্যতমও ক্ষতি বা ফেৎনা ফাছাদ সৃষ্টি হয় এমন কোন কাজ এই দরবারের সাথে সম্পৃক্ত ড. মুহাম্মদ আশরাফ আলীমুল্লহ সিদ্দিকী উনার কোন মুরিদ বা অনুসারি যুক্ত হতে পারবে না। এরকম কোন কাজের অথবা কোন জঙ্গি সন্ত্রাসী সংগঠনের সাথে সম্পৃক্তির কোন প্রমাণ উনার কোন মুরিদের কার্যক্রমে পাওয়া গেলে প্রমাণিত হবে যে সে কোন বাতিল ফেরক্বার পক্ষ থেকে এ দরবারের ভাব মূর্তি নষ্টের কুমতলবে মুরিদ সেজেছে এবং সাথে সাথে তাকে অত্র দরবারের সকল কার্যক্রম থেকে বহিষ্কার করা হবে। আমাদের লক্ষ্য আমরা কুরআন, সুন্নাহ্, ইজমা, কিয়াস ভিত্তিক ও সুন্নতের ভিত্তিতে সত্যিকারের ইসলাম নিজেরা মানব অন্যকে দা'ওয়াতের মাধ্যমে মানানোর চেষ্টা করব। দেশ, জাতী ও ইসলামের উপকার করার চেষ্টা করব। কারো কোন ক্ষতি করব না। আমরা সুদ-ঘুষ, জেনা, চুরি-ডাকাতি-খুন, জঙ্গীপনা, হরতাল, লংমার্চ, ইসলামের নামে রাজনীতি, প্রাণীর ছবি, ভিডিও, টিভি, গান-বাজনা, মদ, জুয়া, গাজা, হিরোইন, ইয়াবা, বিড়ি, সিগারেট, গুলসহ ইসলামী শরীয়তের সকল হারাম কাজ ছেড়ে দেব ও দলীয় স্বার্থের নেশায় মত্ত না হয়ে আমরা সকলেই আজীবন খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নতী নিয়মে দা'ওয়াত ভিত্তিক সুন্নতী খেলাফত কায়েম করা এবং আল্লাহর খালিছ অলী হওয়ার আপ্রাণ প্রচেষ্টা আজীবন চালিয়েই যাব। ইনশা-আল্লাহ্।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দিক্বীয়া দরবার মসজিদে কুবা

কেন্দ্রীয় প্রধান কার্যালয় সিদ্দিক্বীয়া দরবার শরীফ মসজিদে কু'বা

ছয়তলা বীমা ভবনের দক্ষিণ পার্শ্বে, ২২তলা ডেল্টা টাওয়ারের উত্তর পার্শ্বে গোরস্থান, কলেজ রোড বগুড়া শহর বগুড়া এবং মুহাম্মাদীয়া সিদ্দিক্বীয়া সুন্নীয়া মাদরাসা ও এতিমখানা এবং সুন্নতী জামে মস্‌জিদ তারাকুল আদর্শপাড়া।

নগণ্য খাদেম হিসেবে প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ঃ

হক্ব ফুরফুরা সিলসিলাভূক্ত সিদ্দিক্বীয়া দরবার শরীফ ও টাঙ্গাইল আহমাদাবাদ হক্ব ও সুন্নতি দরবার শরীফ হতে সকল ত্বরীকায় খেলাফত প্রাপ্ত- সন্ত্রাস-জঙ্গীপনা বিরোধী পীর সাহেব **ওলীয়ে কামিল মুকাম্মিল**

মুহাম্মদ আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দিকী।

Website :

www.sunni waz bogra Or d.asraf siddique sunni waz bogra.

Live radio :

http://siddikiyaradio.radiostream321.com

Or,

Radio- d.asraf siddique online radio.

Youtube :

Zongi Sontrash Birodhi Waz D. Ashraf Siddique

বাতিল ফিরকার ফিতনাবাজদের দাঁতভাঙ্গা জবাব ও কুরআন-সুন্নাহ্র অসংখ্য অকাট্য দলীলসহ লেখকের চ্যালেঞ্জ ভিত্তিক অন্যান্য প্রকাশিতব্য কিতাবসমূহ

হক্ব অলী আউলিয়া তথা হানাফীদের আমল আক্বীদাসমূহ পবিত্র কুরআন শরীফ ও ছহীহ্ হাদিস শরীফ দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত। বিরোধীতাকারীরা কুরআন সুন্নাহ্ অস্বীকারকারী বাতিল ফিরকাহ্

১ম খন্ড - প্রসঙ্গ ঃ ফতওয়ায়ে আশরাফ সিদ্দিকী অকাট্য দলিল সাপেক্ষে সুন্নতী ছহীহ্ নামায শিক্ষা ও মহিলা-পুরুষের দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মাসলা-মাসায়েল। (খুত্বাহসহ)

২য় খন্ড - প্রসঙ্গ ঃ হাত তুলে মুনাজাত (অকাট্য দলিল সাপেক্ষে সুন্নত হিসেবে একশত শহীদের মর্যাদা)

৩য় খন্ড - প্রসঙ্গ ঃ অকাট্য দলিল সাপেক্ষে দিনরাত তথা ২৪ ঘন্টার সুন্নতী জীবন। এক একটি সুন্নত একশত শহীদের মর্যাদা।

৪র্থ খন্ড - প্রসঙ্গ ঃ অকাট্য দলিল সাপেক্ষে মিলাদ কিয়াম শরীফের বিধান এবং সাদা গুটলিওয়ালা কোনাবন্ধ জামা, মাযার শরীফ জিয়ারত, খুৎবাতে লাঠি ব্যবহার ও পাগড়ী পড়া সুন্নত হিসেবে একশত শহীদের মর্যাদা।

৫ম খন্ড - প্রসঙ্গ ঃ অকাট্য দলিল সাপেক্ষে পবিত্র শব-ই-বরাতের আমল, আঙ্গুলী দ্বারা চোখে চুম্বন এবং তারাবীহ্ নামাজ বিশ রাকাত সুন্নত হিসেবে একশত শহীদের মর্যাদা।

৬ষ্ট খন্ড - প্রসঙ্গ ঃ অকাট্য দলিল সাপেক্ষে নূরে মুজাস্সাম, হাজীর-নাযীর ও ইলমে গইবের বিরোধীতাকারী প্রকারান্তরে আখেরী রসুল হুজুর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনাকে ও কুরআন সুন্নাহ্কে অস্বীকারকারী বাতিল ফিরক্বাহ।

৭ম খন্ড - প্রসঙ্গ ঃ অকাট্য দলিল সাপেক্ষে মাযহাব মানা, হক্ব অলীর কাছে বায়আত হওয়া ও পর্দা করা কুরআন সুন্নাহের আদেশ হিসেবে ফরজ।

৮ম খন্ড - প্রসঙ্গ ঃ অকাট্য দলিল সাপেক্ষে ইসলামের নামে রাজার নীতি রাজনীতি, ছবি, ভিডিও এবং টিভি- পবিত্র কুরআন সুন্নাহের নিষেধ হিসেবে হারাম ও কবীরা গুনাহ্। তবে বাইয়াত ও দাওয়াত ভিত্তিক খোলাফায়ে রাশেদার আলোকে কুরআন সুন্নাহের খেলাফত কায়েমের প্রচেষ্টা করা প্রতিটি মু'মিনের জন্য ফরজ।

৯ম খন্ড - প্রসঙ্গ ঃ অকাট্য দলিল সাপেক্ষে ছয় উসুলী মসজিদে মসজিদে তিনচিল্লা, জীবন চিল্লার ইলিয়াসী তাবলীগ করা ও মহিলাদের জামায়াতে নামাজ পড়া কুরআন সুন্নাহর নিষেধ হিসেবে প্রকাশ্য বেদআত ও বাতিল ফিরকাহ্'র আমল।

১০ম খন্ড- প্রসঙ্গ ঃ অকাট্য দলিল সাপেক্ষে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম মা'ছুম তথা নিষ্পাপ এবং উনাদের আশ্বার্যজনক জীবনকাহিনী ও মু'জেযা।

১১ তম খন্ড-প্রসঙ্গ ঃ অকাট্য দলিল সাপেক্ষে হক্ব পীরের কাছে বাইয়াত হওয়া ফরজ এবং সাহাবায়েকেরাম রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম ও হক্ব আউলিয়ায়েকেরাম (রহঃ) গণ উনাদের আশ্চার্যজনক জীবনকাহিনী ও কারামত।

১২তম খন্ড- প্রসঙ্গ ঃ অকাট্য দলিল সাপেক্ষে বারো চাঁদের ফজিলতপূর্ণ দিন-রাত এবং সুন্নতী খুৎবাহ (অর্থসহ)

১৩তম খন্ড- প্রসঙ্গ ঃ অল্প সময়ে সুন্নাতের আলোকে পবিত্র কুরআন শিক্ষার ফজিলত ও নিয়ম (কায়েদা) এবং অন্যান্য অসংখ্য বিষয়ভিত্তিক কিতাবসমূহ।

১৫ তম খন্ড তাফসীরে আশরাফ সিদ্দীকি ৩০ খন্ড

হক্ব ইসলামের প্রচারের স্বার্থে

pdf টি বেশি বেশি শেয়ার করুন।

Pdf তৈরিতে-

মুহাম্মদ ফরিদুল ইসলাম

এডমিন | হক্বের দাওয়াত